বেয়াই মশাই

পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীঅমল রায়চৌধুরী

বিমলা গ্রন্থ-বিহার

প্রকাশক শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
পরিবেশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

দাম—দেড় টাকা।

বান্ধব প্রেস
মুদ্রাকর শ্রীরবীন্দ্রনাথ মজুমদার
বহরমপুর (বেঙ্গল)

ভূমিকা।

"বেয়ায় মশাই" এখন অনেকের কাছেই বেশ পরিচিত হয়ে পড়েছে কাজেই বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য। বহরমপুর গ্রাণ্টহল রঙ্গমঞ্চে, জেলার সুনিপুন সৌখীন শিল্পীবৃন্দের সহযোগিতায় "ডোমনপ্রসাদ মেমোরিয়াল ক্লাব" কর্ত্তৃক বহুশত গণ্যমান্য দর্শকের সম্মুখে, উক্ত ক্লাবের লাইব্রেরী সাহায্য-কল্পে প্রথম অভিনীত হয়। দর্শকের মনোরঞ্জনই নাট্যাকারের একমাত্র লেখার সার্থকতা এবং সে সার্থকতার মধ্যে যে কি আনন্দ, তা' আমি পেয়েছি। কাগজের বাজারে আগুন লাগায় "বেয়াই মশাই"কে ছাপাখানায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দেখে ভেবেছিলাম তার অপমৃত্যু ঘটবে, ঈশ্বর কৃপায় সে যে আত্মশুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রতে পেরেছে, এটা সৌভাগ্যের বিষয়।

নাটকখানির মধ্যে 'Comic', 'Serio-comic' এবং 'Serious' elements সবগুলিই আছে। যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁরা 'Make-up' এবং 'Humour'গুলির বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। চুনীমল, বৈজনাথ এবং চিন্তামনির ভাষা মিশ্রিত। ছোট বড় সব চরিত্রগুলিই ফুটিয়ে তোলবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রেছি এবং যে কোন চরিত্রেই অভিনেতা অভিনেতৃর কৃতিত্ব দেখাবার আছে।

স্থানাভাবে বিশেষ কিছু না লিখিলেও যাঁদের চেষ্টায় নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'য়েছে এবং যাঁরা এতে অভিনয় ক'রেছেন তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানালে ত্রুটি থেকে যায়, সে জন্য তাঁদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উক্ত অভিনয়ে Messrs B. Brothers & Co., 20/B Harrison Road, Calcutta, রূপসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদের ভার নিয়েছিলেন।

কাঠমাপাড়া,
পোঃ খাগড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ

শ্রীঅমলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী।
পৌষ সংক্রান্তী, ১৩৪৯।

—পরিচয়—

পুরুষ

রসরাজ রায়— দাউদগঞ্জ সহরের ধনী উকিল, বয়সে প্রৌঢ় হইলেও প্রগতির দিকে ভয়ানক ঝোঁক।

মুরলীধর দাস— কাশীয়ানী গ্রামের একজন গৃহস্থ বৃদ্ধ বৈষ্ণব।

মানবরতন দাস— ছদ্ম নাম মানস, মুরলীর শিক্ষিত পুত্র, কলেজের ছাত্র।

রতনলাল— রসরাজের মুহুরী।

বৈজনাথ—
চুণীমল— } ধনী মারোয়াড়ী বেশে ডাকাত।

দিলীপ— ডাকাত, সব সময় সাহেবী পোষাকে থাকে। হাবভাবে খুবই ধনী ও প্রগতিশীল।

চিন্তামনি রসরাজের উড়িয়া ভৃত্য।

গোরখ সিং—রসরাজের দারোয়ান।

দারোগা, জজ, জুরী, পেস্কার, পুলিশ, সার্জ্জেণ্ট, পাবলিক প্রসিকিউটার, কেরাণী, যুবক, ভিক্ষুক।

স্ত্রী

মানদাসুন্দরী— রসরাজের স্ত্রী। সাজগোজে খুবই প্রগতিশীল কিন্তু কথাবার্ত্তায় সেকেলে। চোখে চশমা এমন কি বয়স হইলেও মাথায় ডবল বেণী করেন।

ফ্লোরা— রসরাজের শিক্ষিতা কন্যা আধুনিকা মানবের সহপাঠী। ছদ্ম নাম ঝর্ণা।

পদ্ম— বাড়ীয়াওলী, সধবা, মুখরা মানদার সম বয়সী।

লীণা— পতিতা, দিলীপের কল্পিতা স্ত্রী। পূর্ব্বে ভদ্রঘরের বৌ ছিল। সাজগোজ ও কথাবার্ত্তা খুবই মার্জ্জিত। পোষাক পরিচ্ছদ অতি আধুনিক।

বেয়াই মশাই

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল—রাত্রি, গভীর জঙ্গল।

[জঙ্গলের মধ্যে একটী পুরাতন শিব মন্দির। মন্দিরের সিঁড়ির উপর ফ্লোরা ক্লান্ত ভাবে, অন্য মনস্ক হইয়া বসিয়া আছে। দূর হ'তে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ]

[টর্চ্চ লাইট ফেলিতে ফেলিতে মানবের প্রবেশ, ফ্লোরার মুখে আলো পড়িতে চমকাইয়া]

ফ্লোরা। কে কে ?

মানব। ভয় নেই আমি।

ফ্লোরা। মানব দা ?

মানব। হ্যাঁ। এখনও গ্রামের লোক জেগে আছে ফ্লোরা। ঐ যে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে।

[কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব]

ফ্লোরা। মানব দা ?

মানব। কেন ফ্লোরা ?

ফ্লোরা। তোমার ভয় পাচ্ছে ?

মানব। না না ভয় কিসের। ফ্লোরা, এখনও সময় আছে তুমি ভেবে দেখ।

ফ্লোরা। এখনও কি অবিশ্বাস মানব দা ?

মানব। না না অবিশ্বাস নয় ফ্লোরা।

[কিছুক্ষণ নীরব]

ফ্লোরা। মানব দা।

মানব। কেন ফ্লোরা ?

ফ্লোরা। আচ্ছা তুমি এত কি ভাবছো মানব দা ?

মানব। ভাবছি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় তুমি এখনও পাও নি।

ফ্লোরা। তোমার এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট মানব দা, যে তুমি আমাকে ভালবাস। আমার জন্য তুমি তোমার জীবন তুচ্ছ করেছ। এর চাইতে বড় পরিচয় আর কি চাই ? এইটুকু পরিচয় যথেষ্ট মনে না করলে,

তোমার সঙ্গে আজ এ ভাবে কলেজ থেকে চলে আসতাম না, মানব দা।

মানব। সত্যি তোমার ভালবাসার অগ্নি পরীক্ষা তুমি দেখিয়েছ ফ্লোরা। নইলে তুমিও তোমার নিজের জীবনের সব কিছু তুচ্ছ করে, আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে এ ভাবে চলে আসতে না। তোমার উপর অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। জান ফ্লোরা? আজ থেকে আমরা কত সহায় সম্বলহীন ?

ফ্লোরা। জানি।

মানব। আমাদের দুর্দ্দমনীয় ভালবাসাই, এই গভীর অরণ্যে, আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে এসেছে এই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যের মাঝখানে। আজ আমরা নির্ভীক। আজ মনে হচ্ছে, আমরা দুজনে যেন মৃত্যু জয় করে বেড়িয়েছি।

[ফ্লোরা একটা সাপ দেখিয়া মানবকে জড়াইয়া ধরিল]

ফ্লোরা। মানব দা—

মানব। কি হয়েছে ফ্লোরা ?

ফ্লোরা। (দেখাইল) ওটা কি মানব দা ?

মানব। কই কোথায় ? (টর্চ্চের আলোতে একটী সাপ দেখিল) ও কিছু না একটা সাপ।

ফ্লোরা। একটা সাপ তোমার কাছে কিছু নয় হল মানব দা? তুমি ওধারে যেও না, যদি…

মানব। কামড়ে দেয়? যদি কামড়ে দেয় সাবিত্রী তো কাছেই আছে। তুমি আমার জীবনটা যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না?

ফ্লোরা। সত্যবানের মুখে সাবিত্রীর ও কথা মোটেই ভাল লাগছে না।

মানব। এক্ষুণী যে বল্লাম, আজ মনে হচ্ছে আমরা দুজনে মৃত্যুকে জয় করে বেড়িয়েছি। তোমার কি মনে হচ্ছে না ফ্লোরা?

ফ্লোরা। মনে হচ্ছে। তবুও সাক্ষাৎ মৃত্যুর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল মানব দা।

মানব। সত্যি ফ্লোরা, আজ এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে, সাবিত্রী উপাখ্যানের কথা মনে হচ্ছে। এমনি একদিন গভীর অরণ্যে, নিজের জীবন তুচ্ছ করে, ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা দেবার জন্য ছুটে এসেছিল সাবিত্রী। ঠিক যেমন তুমি আজ, তোমার ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা দেবার জন্য, আমার কাছে ছুটে এসেছ এই গভীর অরণ্যে।

ফ্লোরা। আমাদের ভালবাসাও ঠিক তেমনি অক্ষয় হয়ে থাকবে মানব দা? দেবাদিদেব মহাদেব আজ আমাদের সাক্ষী, বল মানব দা, বল আমাদের ভালবাসা ঠিক

তেমনি অক্ষয় হয়ে থাকবে। (ব্যগ্রভাবে হাত ধরিল।)

মানব। হ্যাঁ বিশ্বনাথ সাক্ষী ফ্লোরা, তোমার উপর আমার ভালবাসা চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। জান ফ্লোরা আমার বাবা একজন পরম বৈষ্ণব। অতি দরিদ্র গ্রামের পাঁচজনের কাছ থেকে মাসিক ভিক্ষা নিয়ে, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বাবা গরীব হলেও আমি কোন দিন গরীব ছিলাম না। এতটুকু কষ্ট বা দরিদ্রতা কোন দিনও আমি অনুভব করিনি। আজ আমি বড় দরিদ্র ফ্লোরা। আমাকে দরিদ্র জেনেও, আমাকে ভালবেসে, শুধু দুঃখের বোঝা তুমি মাথায় নিলে ফ্লোরা।

ফ্লোরা। তুমি থাম মানব দা। তোমার পরিচয় তো আমি চাইনি। তোমার বোধ হয় কেবলি মনে হচ্ছে, তুমি গরীব আর আমি বড়লোক, না? কিন্তু আজ থেকে যে আমরা দুজনে সমান একথা ভুলে যাচ্ছ কেন মানব দা?

মানব। না ভুলবো কেন ফ্লোরা?

ফ্লোরা। তুমি নারীহৃদয় জান না মানব দা। তারা ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রমের চাইতে প্রকৃত ভালবাসাটাকেই বড় বলে' জানে। বড়লোকের ঘরের, মাতাল দুঃশ্চরিত্র ছেলের, অন্তসার শূন্য পোষাকী ভালবাসা,

কথনই আমার জীবনটাকে সুখী করতে পারতো না মানব দা। বড় লোকের মেয়ে হয়েও, বড়লোকদের ছেলে সম্বন্ধে এ আশঙ্কা আমার বরাবরই আছে। যদিও সব ক্ষেত্রে এ সত্য খাটে না। চোখের জলে ঐশ্বর্য্য ভোগ করার চাইতে মধুমরণ ঢের ভাল এই-টুকুই আমি জানি মানব দা।

মানব। জান ফ্লোরা, আমাকে পাবার জন্য তুমি ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, মাতৃপিতৃ স্নেহ সব ত্যাগ করতে চলেছো?

ফ্লোরা। তোমাকে পাবার জন্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগটা ত্যাগের মধ্যেই গণ্য করি না মানব দা। বাবা মার জন্য সত্যি আমার মনটা খারাপ লাগছে। কিন্তু এটুকু বিশ্বাস আছে, তাঁদের ক্ষমা একদিন নিশ্চয়ই আমরা পাব। সন্তানেরা ভুল করলে, দোষ করলে, বাপ মায়েরা কি চিরদিন ক্ষমা না করে থাকতে পারে? পারে মানব দা?

মানব। না পারে না।

[দূর হতে মাদল ও তার সঙ্গে সাঁওতালী সুরে বাঁশীর শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। সমবেত কণ্ঠে মাঝে মাঝে "হুররর" শব্দ শোনা যাচ্ছে।]

ফ্লোরা। ওরা কারা মানব দা?

মানব। তুমি একটু দাঁড়াও আমি দেখে আসি কি ব্যাপার।

ফ্লোরা। (হাত ধরিল) না তুমি যেতে পাবে না। চল আমরা পালাই।

মানব। ভয় কি? সামান্য একটু এগিয়ে দেখে আসি। তুমি এখান থেকে এক পাও নরবে না।

[ছুটিয়া প্রস্থান করিল।]

[মাদলের শব্দ ক্রমশঃ নিকটে শোনা গেল, ফ্লোরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল।]

ফ্লোরা। মানব দা, মানব দা?

নেপথ্যে মানব। ভয় নেই ফ্লোরা, ভয় নেই।

ফ্লোরা। আমার খুব ভয় করছে।

[ছুটিয়া মানবের প্রবেশ।]

মানব। ভয় নেই ফ্লোরা কতকগুলো বুনো শীকার করবার আনন্দে, মদের নেশায় চীৎকার করেছে।

ফ্লোরা। চল আমরা পালাই?

মানব। হ্যাঁ চল ফ্লোরা। চল আমাদের এই জঙ্গলের পথেই যেতে হবে স্টেশনের ধার। এক্ষুণী ট্রেন ধরতে হবে। তুমি পারবে ফ্লোরা এই দুর্গম পথে চলতে? আমাকে ভালবেসে এই কণ্টকময় পথই তো বেছে নিয়েছ ফ্লোরা।

ফ্লোরা। কেন পারবো না মানব দা? তুমি যখন আমার সঙ্গে আছ তখন ঝড়, জল তুফান, বন জঙ্গল কিছুই ভয় করি না। বিশ্বনাথ, এই দুর্গম পথে তুমিই একমাত্র সহায় ভগবান।

[উভয়ে প্রণাম করিল।]

মানব। (হাত ধরিয়া সোৎসাহে) চলে এসো ফ্লোরা, আজ আমাদের নূতন পথে যাত্রা সুরু হ'ল, সে পথ এমনি কণ্টকময়। সব কিছু তুচ্ছ করে, আমরা দেখবো এ পথের শেষ কোথায়? আমরা নির্ভীক, আমরা মরণ জয়ী—চলে এস ফ্লোরা, চলে এসো।

[ফ্লোরাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।]

[কতকগুলি বুনো মেয়ে ও পুরুষদের উন্মত্তভাবে, মাদল, বাঁশী বাজাইয়া গান গাহিয়া নাচিতে নাচিতে প্রবেশ।]

গান।

আকাশের চাঁদলো—
সই পেতেছে—পেতেছে মায়ার ফাঁদলো।
মোরা রেতের বেলা
কত রঙের খেলা
মউয়া পিয়ে খেলিলো।

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রসরাজ বাবুর সুসজ্জিত ড্রইংরুম।

[ড্রেসিং গাউন পরিহিত প্রতিপত্তিশালী উকিল রসরাজ রায় নিঃশব্দে পাযচারী করিতেছেন, সঙ্গে তাহার মহুরী রতন প্রভুর মন-রক্ষার জন্য পিছন পিছন ঘুরিতেছে। ড্রইং রুমটী দেখিলে বোঝা যায় একটী বড উকিলের সেরেস্তা।]

রসরাজ। গেল কোথায়—তাইতো গেল কোথায়? কিহে তুমি যে একেবারে বোবা হ'য়ে গেলে?

রতন। আজ্ঞে তাইতো স্যার, কোথায় গেলেন খুবই চিন্তার কথা।

রস। চিন্তা আবার কিসের?

রতন। আজ্ঞে দিদিমনি গেলেন কোথায়?

রস। (চটিয়া) গেলেন কোথায়, তা আমি কি ক'রে বলবো? তোমরা কতকগুলো ভূত এসে জুটেছ। এতগুলো লোককে পাঠান হল অথচ কেউ পাত্তা করতে পারলে না?

রতন। সব জায়গায় স্যার খোঁজ করেছি। শেষে নিরাশ হ'য়ে বাধ্য হ'য়ে ফিরে এসেছি। গোরখ সিং, ম্যানেজার বাবু, সকলেই খোঁজ ক'রতে বেরিয়েছে। তারা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

রস। কিছুই তো বলা যায় না…কিন্তু জান কাল সারারাত্রি আমি ঘুমুতে পারিনি ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। কাল সারা রাত্রি মিসেস রায় ঘুমুতে পারেন নি ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার কি ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কাল সারা রাত্রি আমাদের কাউরির ঘুম হয় নি।

রস। What do you mean by আমাদের ? আমি বলছি আমি এবং আমার স্ত্রী—কেও একটুও ঘুমুতে পারি নি।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই কেও আর তাঁর খোঁজ দিতে পারছে না।

রস। খোঁজ দিতে পারছে না বলেই তো এত হৈ চৈ, খোঁজাখুজি।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আবার আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কাল খুঁজতে খুঁজতে আমার সর্দ্দি লেগে গেছে (রুমালে নাক ঝাড়িল)

রস। দেখো গায়ে ঝেড়ো না।

রতন। আজ্ঞে না স্যার রুমালে—

রস। খুঁজতে খুঁজতে কাউরির আবার সর্দ্দি লাগে ? আমাকে ন্যাকা বুঝাচ্ছ ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। কি আমাকে ন্যাকা বুঝাচ্ছ ?

রতন। আজ্ঞে না স্যার। কাল তিন চারটে খাল ডোবাতে ডুব সাঁতার দিতে হ'য়েছিল কিনা।

রস। কেন ?

রতন। আপনি স্যার বুঝবেন না। আজকাল ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেলে অনেক সময় ও সব জায়গায় পাওয়া যায়।

রস। তুমি জান ঠিক পাওয়া যায় ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—অনেকটা ঠিক বৈকি।

রস। ওসব বৈকী টইকী নয়। যা ঠিক তা ঠিক, চিরকাল ঠিক। তুমি এক কাজ কর—যাও—

[রতন প্রস্থানোদ্যত।]

কোথায় যাচ্ছ ?

রতন। আজ্ঞে যেতে বল্লেন।

রস। যেতে বল্লাম মানে ? আমি তোমাকে বেঁধে রেখে দেব ! (ভাবিয়া) হ্যাঁ দেখ এক কাজ কর, যেখানে যত জেলে আছে সব ঠিক কর। আজ সব জেলেকে সারাদিন জলে জাল ফেলতে হবে। যাও আর দেরি ক'রো না।

[রতন প্রস্থানোদ্যত, মানদার প্রবেশ।]

মান্থু। কোথায় যাবে? খবরদার যেতে পাবে না। কি সাংঘাতিক লোক তুমি! যার মেয়ের সারারাত্রি খোঁজ পাওয়া গেল না, তার বাড়ীতে মাছের খোঁজ? মাছ খাওয়ার মুখে আগুন।

রস। আরে না না, তোমার জন্যেই তো---

মান্থু। হ্যাঁ আমার মাছ খাওয়ার জন্যেই তো সারারাত্রি ঘুম হয় নি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখ অন্ধ হ'য়ে যাবার মত হ'য়েছে। (কাঁদিল)

রস। আহা তুমি কাঁদছো কেন মান্থু? তুমি বুঝতে পারছো না। রতন দাঁড়িয়ে থেকোনা যাও —

[রতন প্রস্থানোদ্যত।]

মান্থু। খবরদার না রতন।

রস। না যাও আমি বলছি।

[রতন উভয়ের মন রক্ষার জন্য একবার যাইতেছে, একবার ফিরিতেছে।]

মান্থু। রতন যেও না!

রস। রতন যাও।

মান্থু। যেও না!

রস। যাও।

মান্থু। যেও না।

রস। (মানুকে চাপিবা ধবিযা) run on বতন run on

[রতন ছুটিয়া পলাইল।]

মানু যেওনা! কে কোথাব আছ বতনকে ধব ধব! পালালো পালালো। (চাৎকার)

[এমন সময় মাথায় ডরীর পাগড়ী—বৈজনাথ ও চুনীমনের প্রবেশ।]

বৈজ। ডাকু হায় ডাকু।

চুনী। পাকড়ো পাকড়ো—

[উভয়ের রতনের পিছনে ছুটিয়া প্রস্থান।]

রস। ছি ছি মানু, লজ্জায় তুমি আমার মাথা কাটলে।

মানু। মাথা কি আব আমাদের আছে? ফুলুই আমাদের মাথা কেটে দিয়ে গেছে। ওগো তুমি আমায় মেরে ফেল দুটী পায়ে পরছি!

রস। ছি ছি কি হয়েছে? তুমি অমন কবচো কেনো?

মানু। এর চাইতে আব বেশী কি হবে? এমন বিপদে বাড়ীতে কেও মাছের ভোজ লাগায়? শরীরে একটু দয়ামায়া নেই?

রস। মাছের ভোজ কিসের?

মান্নু। আজ আমার শ্রাদ্ধ তাই কি তুমি জেলে ডেকে মাছ ধরাতে পাঠালে ?

রস। মাছ ধরাতে পাঠাব কেন ? ফ্লুকে খুঁজতে পাঠালাম।

মান্নু। ফ্লু কি আমার মাছ, যে তাকে জাল দিয়ে ধ'রতে হবে ?

রস। ফ্লোরা মাছ হ'তে যাবে কেন ? ফ্লোরা—আমাদের মেয়ে ফ্লোরা। যদি জলের মধ্যে ডুবে থাকে সেই জন্যে...

মান্নু। অ্যাঁ ফ্লু আমার জলে ডুবেছে ! ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হলো গো (কাঁদিল)

রস। একটু আপ-টু-ডেট হও মান্নু ! আহা হা চেঁচামিচি ক'রো না। জলে ডোবেনি, ডোবেনি—রতন ব'লছিল...

মান্নু। রতন ঠিকই বলছে, ফ্লু আমার জলেই ডুবেছে।

রস। না না জলে ডোবেনি।

মান্নু। নিশ্চয়ই ডুবেছে, তুমি আমাকে লুকাচ্ছ।

রস। রতন কি ব'লছিল জান ? আজকাল ছেলেমেয়েকে খুঁজে না পাওয়া গেলে, অন্য জায়গায় খুঁজে বেশী সময় নষ্ট না করে, জলের মধ্যে খুঁজলে, অনেক সময় পাওয়া যায়।

মান্নু। কেন জলে পাওয়া যায় ?

রস। তুমি একটু আপ-টু-ডেট হও মান্নু। তাই যায়।

মান্নু। আমার হাল ফ্যাসানী হ'য়ে দরকার নেই। হঠাৎ কতকগুলো টাকা পেয়ে তুমি হাল ফ্যাসান হ'তে গেছ। আর তাই হ'তে গিয়ে আজ তুমি আমাব মেয়েটাকে হারিয়ে দিলে ? আমি কি শেষে পাগল হ'য়ে যাব ?

রস। না না পাগল হবে কেন ? ভয় নেই—দেখাই যাক না জাল ফেলে। জলের মধ্যে নিশ্চয়ই নেই।

মান্নু। গোরখ সিংকে এক্ষুণী আরও জেলে ডাকতে পাঠাই।

রস। না না আমি রতনকেই সব জেলে ডেকে নিতে বলেছি।

মান্নু। তুমি সত্যি বলছো ?

রস। হ্যাঁ হ্যাঁ।

মান্নু। তাহলে তুমি তিন সত্যি কর।

রস। তুমি একটু আপ-টু-ডেট হও মান্নু। তিন সত্যি আবার কি ? যত সব হুঁ -

মান্নু। তোমার উপর আর আমার বিশ্বেস নেই। বিশ্বেস ক'রে হাল ফ্যাসন হ'তে গিয়েই, আমার ফুলুকে আজ হারালাম। ভগবান আমার কপালে কি যে লিখেছেন।

রস একটু আপ-টু-ডেট হও মানুষ। উঃ ফ্লোরা তোর মনে এই ছিল? বুড়ো বাপের সব গর্ব্ব তুই নষ্ট ক'রে দিলি? তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে। তোর সব আব্দার, অভিমান চিরদিন মিটিয়ে এসেছি, সহ্য ক'রে এসেছি। কিন্তু আজ তুই খেয়ালের বশে এ কি ক'রলি? এখনও ফিরে আয় সময় আছে। কোথায় যাবি তুই? যেখান থেকে হোক তোকে ধ'রে আনবোই। পালালেই হ'লো, না? আমি ধরে আনবোই।

[ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বৈজনাথ ও চুনীর প্রবেশ।]

বৈজ। ধরা খুব কঠিন আছে বাবুজী!

রস। কিছু কঠিন না। যত টাকা আমার লাগে আমি খরচ ক'রবো।

চুনী। তা হইলে পাওয়া যাইতে পারে।

রস। পাওয়া যাবে না? নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

বৈজ। পাওয়া যাইবে না কি হইয়েছে? কিন্তু যা ছুটিয়েছে একদম ঘোড়ার মত ছুটিয়েছে।

রস। ফ্লোরা আমার ঘোড়ার মত ছুটতে পারে? তুমি আমাকে অবাক ক'রলে বৈজনাথ!

চুনী। ফ্লোরা কিসিকা নাম আছে, বাবুজী?

রস। আমার মেয়ের নাম।

বৈজ। ছি ছি বাবুজী, আপকা মেইয়ার পিছুন পিছুন হামরা ছুটবে কেন? এ কি রকম বাত আছে বাবুজী? ছি ছি বাবুজী!

রস। তবে তোমরা কার পেছন পেছন ছুটলে?

বৈজ। ঐ ডাকুকা পিছুন পিছুন বাবুজী!

রস। ডাকু কে? তোমাদের কথা তো বুঝতে পারলাম না?

চুনী। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেয়া? ও ডাকু নেই আছে? মাইজীতো পাকড়াতে বলিয়েছিলেন

বৈজ। ওহি শুনে তো হামরা দুষমনকা পিছুন পিছুন ছুটিয়েছিলাম।

রস। ওতো আমার মহুরা রতন, ডাকাত হতে যাবে কেন? তোমরা ভুল করে ছুটেছ বৈজনাথ, চুনীমল!

চুনী। হাঁ হাঁ! ও হামাদের মহুরী বাবু আছেন? এ বৈজনাথ এতো হামাদের বহুৎ ভুল হইয়েছে।

উভয়ে। আরে সীতারাম, সীতারাম। (খুব হাঁসিল)

রস। তাইতো বৈজনাথ চুনীমল, আমি খুব বিপদে পড়েছি।

চুনী। আপকা ফিন কিয়া বিপদ হইয়েছে বাবুজী?

রস। সত্যি খুব বিপদে পড়েছি চুনীমল। আমার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

উভয়ে। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেয়া?

রস। হ্যাঁ, কাল কলেজ থেকে আর বাড়ীতে আসেনি। কোথায় যে গেল কেও বলতে পারছে না। ভারি চিন্তায় পড়ে গেছি।

চুনী। বহুৎ তাজ্জব কি বাত আছে বাবুজী! কোথায় যাইবে?

বৈজ। পুলিশে খবর দিইয়েছেন?

রস। না পুলিশে খবর দিলে খারাপ হবে, সেই জন্য খবর দিইনি।

চুনী। কুছু ডর নেহি আছে বাবুজী, খবব হইয়ে যাবে। আপনি বড়িয়া উকিল আছেন, আইনে সব পাইয়ে যাবেন বাবুজী।

বৈজ। আজকাল বাঙলা মুলুকমে এ সব হামেসাই হইতেছে। ও ছেইলা মেইয়াকো লুটিয়ে লিতেছে, ফিন খবর ভী হইয়ে যাচ্ছে। ঘাবড়াইয়ে মাত বাবুজী।

চুনী। এই সেই দলিলঠো বাবুজী, খুঁজিয়ে পাইয়েছি। হারিয়ে যাইবে কোথায়? হামি ঠিকসে রাখিয়েছিলাম।

রস। আজকে আর কাগজ পত্র ভাল লাগছে না চুনীমল। (ভাবিয়া) আচ্ছা দাও দেখি। উপদেশ আজ আর কিছু দিতে পারবো না।

[দলিল দেখিতে লাগিল।]

বৈজ। দেখতেছেন বাবুজী? ও আদমী পাকা বদমাস আছে। হামরা বিসওয়াস করিয়ে দিয়েছিলাম। নিমকহারামী করিয়ে পালিয়ে গেল।

চুনী। দেখবেন রূপেয়া হামাদের যত লাগবে হামরা খরচ করিয়ে যাবে। লেকিন বদমাসকো ঠাণ্ডা করতে হোবে। যাইবে কোথায়? যেখানে থাকবে সেইখানসে ধরিয়ে আনতে হোবে। পালিয়ে থাকা সোজা কথা না।

রস। (খুব উত্তেজিতভাবে টেবিলে কিল মারিয়া) নিশ্চয়ই, পালিয়ে যাবে কোথায়? যেখান থেকে হোক ধরে আনতেই হবে এতদিন বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি, পালিয়ে গেলেই হ'ল, না? না না কিছুতেই না।

[পূর্ব্বেই বৈজনাথ, চুনীমল টেবিলের শব্দে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিল, লক্ষ্য করিয়া]

ও হ্যাঁ, কাগজ পত্র এখন আমার মাথায় ঢুকছে না। কয়েকদিন অপেক্ষা কর।

বৈজ। তাই হ'বে বাবুজী, আপনি ঠিক হইয়ে লেন। পরে হামাদের কলকাত্তা ঠিকানামে চিঠি ভেজিয়ে দেবেন। হামরা ফিন চলিয়ে আসবো।

চুনী। হাঁ হাঁ ওহি বাত ঠিক আছে বাবুজী। তাড়াতাড়িকা কাম নেহি আছে। সবকুচ্ছু সমঝাইতে হইবে বাবুজী। থোড়া ঠাণ্ডা পানী পিয়েগা বাবুজী

রস। বেশ তো। আবে চিন্তামনি—

[উড়িয়া ভৃত্য চিন্তামনির প্রবেশ]

এঁকে এক গ্লাস জল এনে দে।

[চিন্তার প্রস্থান]

বৈজ। মন্ত্রী বাবু যা ছুটিয়েছেন... ও পিছুন পিছুন ছুটিয়ে

চুনীকে লিয়ে রাস্তামে পড়িয়ে গরাগরি। হাত মে থোরা চোট লাগিয়েছে।

[চুনীকে জল দিয়া চিন্তার প্রস্থান।]

হামার ভি পিয়াস লাগিয়েছে।

চুনী। পিয়ে তুম আগারী।

বৈজ। নেহি পহেলা তুম পিয়ে।

চুনী। নেহি তুম পিয়ে।

বৈজ। নেহি তুম।

[উভয়ে জল লইয়া বিনয় করিতেছেন, ইত্যবসরে রতন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ও "খবরপাওয়া গেছে" চীৎকার করিতে করিতে খবরের কাগজ হস্তে প্রবেশ করিয়াই চুনীর হস্তস্থিত গেলাসের জলটুকু নিমিষে পান করিয়া ফেলিয়া চুনীর হাতে খালি গেলাসটী দিল।]

রস। অ্যাঁ? খবর— কিসের খবর, কোথায় খবর রতন?

রতন। এই যে কাগজে স্যার, ছেলেটীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ।

রস। কাগজে দিয়েছে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

[গোরখ সিং চীৎকার করিতে করিতে কাগজ হস্তে প্রবেশ করিল।]

গোরখ। খবর মিলা, খবর মিলা! সেলাম হুজুর দিদিমনিকা খবর মিলা, এহি কাগজমে দিয়া।

রস। চোপরাও!

গোরথ। জী হুজুর।

[চিন্তামনির একখান কাগজ হস্তে প্রবেশ।]

চিন্তা। খবর মিলিলা, খবর মিলিলা, দিদিমনি গুটি খোকা বাবুর সঙ্গ পলাই গিলা।

রস। চোপরাও!

চিন্তা। (চমকাইয়া) জগর্নাথ।

নেপথ্যে মানু। আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো— আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল।

[চীৎকার শুনিয়া রসরাজ ব্যতীত, এক সঙ্গে জিব কাটিয়া নিমেষের মধ্যে কক্ষটী ফাঁকা করিয়া সকলের প্রস্থান]

[মানদার প্রবেশ —হাতে কাগজ।]

মানু। আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল—

রস। একটু আপ-টু-ডেট হও মানু।

মানু। তারা পালিয়েছে, কাগজেও দিয়েছে। এই যে—(চেঁচাইতে লাগিল।)

রস। একটু আপ-টু-ডেট হও মানু, এটা কাচারী ঘর।

মানু। হালফ্যাসানের মুখে আগুন।

রস। একটু আপ-টু-ডেট হও মানু।

[রসরাজ মানুকে থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল মানুও চীৎকার করিতে লাগিল সেই সঙ্গে পর্দ্দা নামিয়া আসিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মানবের ভাড়াটিয়া বাড়ীর একটী কক্ষ।

[একটী টেবিলের উপর একটী ষ্টোভে মানব কড়ায়ে কি যেন রাঁধিতেছে। তাহার হাবভাবে প্রকাশ— সে রান্নায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পাশে একটী পাকপ্রণালী বই খোলা আছে। ঘরটী দেখিতে শোবার ঘর ও রান্না ঘর দুই মনে হয়। বাক্সের উপর কাপড়ের পুঁটুলি, দড়িতে জামাকাপড় শুকাইতেছে। আলনায় কতক গুলি শাড়ী, জামা, একটী ড্রেসিং টেবিলের উপর একটী ধামা, ঘরটী দেখিলে শ্রীহীন মনে হয়। পার্শ্বে একটী অর্‌গ্যান খানকয়েক চেয়ার।]

মানব। প্রেমের পরিণতির এই দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম অঙ্ক হয়ে গেছে গভীর অরণ্যে। এর যবনিকা যে কোথায় হবে, কে জানে! কতদিন হ'য়ে গেল বাবার কোন খবর জানিনা। আত্মীয় স্বজন কে কোথায়— কে তার খবর রাখে? পেছনে হৃদয়হীনতার বিজয়স্তম্ভ রেখে এসে, সামনে হৃদয় নিয়ে, হৃদয়ের খেলা খেল্‌ছি। একজনের বুক ভেঙে এসে আর একজনের বুক জোড়া লাগাচ্ছি— চমৎকার লাইফ্‌ এইতো প্রেম!

মানব। [ষ্টোভ হইতে কড়াই নামাইয়া পাকপ্রণালী পড়িতে লাগিল]

—হ্যাঁ ভাজিয়া একটী পাত্রে রাখিবে।

[একটী পাত্র লইয়া]

—আচ্ছা এই হ'ল অপর একটী পাত্র। এতে ভাজাগুলি রাখিতে হইবে—আচ্ছা রাখিলাম!

[রাখিয়া পুনরায় বই দেখিল]

এই বার তৈল অর্দ্ধ পোয়া— আচ্ছা সেরে যদি অর্দ্ধপোয়া হয়, তা হলে অর্দ্ধসেরে? চার ছটাকে এক পোয়া, দু ছটাকে অর্দ্ধ পোয়া, তার অর্দ্ধেক এক ছটাক—অ্যাঁ ভুল হল? না ঠিকই হয়েছে!

[শিশি হইতে তৈল কড়ায়ে ঢালিল]

হ্যাঁ ঠিকই হবে, ওজন করবো? না থাক। আচ্ছা এইবার কি লিখছে? পাঁচ ফোরণ্ এক কাচ্চা। সর্ব্বনাশ এখন এক কাচ্চা পাঁচ ফোরণ পাই কোথায়? পিসি পিসি—

নেপথ্যে পদ্ম। কি গা বাছা? আর পারিনে!

মানব। আরে পিসি শীগ্গীর এসো, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।

[পদ্মর প্রবেশ।]

পদ্ম। তোমাদের ত, বাপু সামান্যতেই সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়। কি হয়েছে?

মানব। পাঁচ ফোরণ্ড, পাঁচ ফোরণ্ড না হ'লে ট্র্যাজেডি হয়ে যাবে।

পদ্ম। সে আবার কি?

মানব। (বই দেখাইল) লিখছে এক কাচ্চা পাঁচ ফোরণ, তৈল গরম হইলে দিবে। তৈল তো রেডি, পাচ ফোরণের দুর্ভীক্ষ।

পদ্ম। মরণ আর কি! বই দেখে আবার রান্না। যত সব বিটকেলে ব্যাপার তোমাদের। তোমাদের কাণ্ডবাণ্ড আমি বুঝিনা বাপু। এতদিন আছ কই বৌকে তো কোন দিন রাধতে দেখি না?

মানব। পিসি রাগ করো না, ও-আজকালকার হাওয়াই অন্য রকম। তা ছাড়া বৌ আমার ছেলে বেলা থেকে গান বাজনা নিয়েই আছে, কাজেই রান্না বান্না জানে না। আমরা গরীব, বৌকেও কাজেই কিছু রোজগার না করলে চলে না।

পদ্ম। তুমি এত বড় মিন্সে—আমার বাপু মুখ খারাপ—একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলে না? অথচ বৌ তোমাকে রোজগার করে এনে খাওয়াবে? শুনতেও যেন কেমন লাগে বাছা।

মানব। যা দিনকাল তাতে আমাদের চাকরী মিলবে না পিসি। মেয়েরা কিন্তু এখন চট ক'রে পেয়ে যাচ্ছে। ও একই

কথা, এতকাল আমরা খাইয়ে এসেছি, এবার ওরা খাওয়াক। চট্‌পট্‌ পিসি! আজকালকার হাওয়াই ঐ রকম।

পদ্ম। তা আজকালকার হাওয়া এত লোক থাকতে তোমাদের গায়েই লাগলো বাছা ?

মানব। তা ঠিক বলেছ পিসি। হাওয়া উঠলে কাউরির না কাউরির গায়ে লাগবেই। দাও দাও পিসি চট্‌পট্‌।

পদ্ম। বইটা তুমি ছিঁড়ে ফেল বাপু। কেন পাঁচ ফোরঙ না হলে কি রান্না হয় না ? পূব্ব জন্মে পূণ্যি ক'রেছিলে তাই আমার মত একটা পিসি পেয়েছিলে। নিজের পিসিও এত করে না।

মানব। ও সব কপালে করে পিসি কপালে করে। তুমি উপলক্ষ্য মাত্র।

পদ্ম। কালকে উনি বলছিলেন, ভাড়া দেবা তারিখ দু দিন চলে গেল। আর ফেলে রাখতে পারবেন না।

মানব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ কালেই দেব পিসি। বৌ এখনও মাইনে পায় নি। ভাড়াতো একমাসের আগাম দেওয়া আছে। তা ছাড়া মাসের মাস তো ঠিকই দিয়ে যাচ্ছি। অত ভয় কিসের ভাড়া মেরে পালাব না।

পদ্ম। সেই জন্যেই তো তোমাদের এত ভাল লাগে। নইলে কত জনকে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি। দেখি, পাঁচ ফোরঙের তো আমার চাষ নেই, আছে কি না ?

[প্রস্থান]

মানব। অভাবে তুমিই এখন পবম আত্মীয়া। তাহ'লে পুনরায় চাপান যাক, (কডাই চাপাইল) বাস্। পদ্মে কাঁটা আছে, কুসুমে কীট আছে, প্রেমে অভিশাপ আছে।

[পাঁচ ফোবণ্ড হস্তে পদ্মের প্রবেশ]

পদ্ম। এই নাও গো বাপু! আমাদের কি আর আকেলে সংসার সব কিছুই একটু একটু বাখতে হয়।

মানব। (লইয়া) Thank you পিসি!

পদ্ম। মরণ আর কি। ভাড়াটা আজ কিন্তু ফেলে দিও বাপু!

মানব। আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে পিসি, ভয় নেই।

পদ্ম। ভয় তো নেই গা! অমনি করতে করতেই শেষে ঝেটিয়ে তারাতে হয়। আমাদের খুব শিক্ষে আছে, আজ নতুন দেখছিনে। চলি, দেখ রান্না যেন ভাল হয়, নইলে গিন্নীর রাগ হলে তোমার আবাব মুস্কিল।

[প্রস্থান]

[ফ্লোরার হাতে ব্যাগ ও ছাতা লইয়া প্রবেশ]

ফ্লোরা। পিসি কি বলছিল?

মানব। পিসির নাম পদ্ম কাছেই কাঁটা থাকা স্বাভাবিক।

ফ্লোরা। কাঁটা বিঁধছিল বুঝি?

মানব। দুটো পাঁচ ফোরণ্ডের প্রয়োজন হয়ে প'ড়েছিল। ভাড়া দেবার তারিখ দু দিন পেড়িয়ে গেছে সোজা কথা?

ফ্লোরা। মাইনে পেয়েছি, ভাড়া এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি। ওকি রাধছো মানব দা ?

মানব। আলু পেঁয়াজের কস্তুরী কাবাব।

ফ্লোরা। সর্ব্বনাশ, অতবড় রান্না খেতে গেলে দাঁত ভেঙে যাবে যে ? আজ আর রাধতে হবে না। দিলীপ বাবুরা এক্ষুণি আসছেন। আমার ছাত্রীও আসছে। দিলীপ বাবু ব'লছিলেন তাঁর দু জন মাবোয়ারী বন্ধু আমার বাংলা গান শুনতে চায়।

মানব। তা বেশ তো দিলীপ বাবুর ওখানে শোনালেই পারতে ? এই রান্না ঘরে ডেকে না নিয়ে এলে হ'ত না ?

ফ্লোরা। তাঁরা তো তাই চেয়েছিলেন। আমি ব'লেছিলাম আমার স্বামী মনে কিছু করতে পারেন।

মানব। না না আমি কিছু মনে ক'রতাম না। যাও যখন ব'লে ফেলেছ তখন আর কি করা যায়। (ষ্টোভ নিভাইয়া) আমাদের স্বামী স্ত্রীর অভিনয়টা মন্দ হচ্ছে না ফ্লোরা !

ফ্লোরা। অভিনয় বলছো কেন মানব দা ? আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন লৌকিক বিয়েটা বাকী আছে। আমরা যখন Same Caste তখন আমাদের বিয়ে কেও আটকাতে পারে না। তুমি বল মানব দা ?

মানব। (জামা পরিতে পরিতে)- না পারে না সত্যি কথা কিন্তু বাপ মায়ে সম্প্রদান না ক'রলে বিয়েটা বিয়ে বলেই মনে হয় না।

ফ্লোরা। আরও কিছুদিন এমনি ভাবে থাকা যাক, তারপর আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর দেরী করে লাভ নেই, তাড়াতাড়ি রান্না ঘরটা ড্রইং রুম করা যাক।

[উভয়ে রান্না করিবার জিনিষপত্র টেবিলের তলায় রাখিল, ও ঘরটী গুছাইল, টেবিল ক্লথ পাতিলে টেবিলের তলা ঢাকা পড়িল]

চমৎকার হয়েছে, এখন এটা একটা ড্রইংরুম।

মানব। বাঃ বেশ হয়েছে। তবে তারা যা বড় লোক তোমার কাছে শুনি, তাতে আমাদের এ ড্রইংরুম দেখে মনে মনে খুব হাসবে।

ফ্লোরা। তোমার যত সব Inferiority complex মানব দা। আমরা যেমন লোক আমাদের ড্রইং রুমও তেমনি হবে এতে লজ্জার কি আছে। আমরা গরীব তাকি তারা জানে না?

মানব। ফ্লোরা আমাদের এই ঘরটী বেশ হয়েছে! দিনে রান্না ঘর অভাবে ড্রইং রুম, রাত্রে পর্দ্দা টানিয়ে দুটী শোবার ঘর। একটীতে অভিনয়ের স্বামী (নিজেকে) অপরটীতে অভিনয়ের স্ত্রী ফ্লোরাকে)।

[উভয়ে হাঁসিল]

ফ্লোরা। আমরা বেশ আছি না মানব দা?

মানব। কিন্তু বড় দুঃখ হয় ফ্লোরা যে তোমার রক্তজল করা পয়সা আমি পুরুষ হয়ে বসে বসে খাচ্ছি।

ফ্লোরা। তুমি ও সব কথা মনে কর কেন মানব দা ?

মানব। আমার মত তুচ্ছ একটা গরীবের ছেলেকে তুমি রাজকন্যা হয়ে ভালবেসেছ, এটুকু রাজকন্যার ভালবাসার মহত্ব। ঐ যাঃ, সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রতে তাদের আপিসে যে আমাকে যেতে হবে !

ফ্লোরা। এখন কোথাও যেতে পাবে না, my order. আমার ছাত্রী লীণার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব। দিলীপবাবুর সঙ্গে তো আলাপ আছেই।

[বাইরে লীণা ডাকিল "দিদি"]

ওরা এসেছে, আমি নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

[মানব ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল আঁচাড়াইতে আঁচড়াইতে]

মানব। আমি গরীবের ছেলে। তথা কথিত এটিকেট কিছুই জানি না। মানসী ফ্লোরাই আমার সহায়।

[সুসজ্জিতা লীণা, দিলীপ স্যুট পরিহিত, বৈজনাথ ও চুণী বড়লোক, মাথায় জরীর পাগড়ী।]

[ফ্লোরা, লীণা, দিলীপ, বৈজনাথ ও চুণীমলের প্রবেশ]

ফ্লোরা। গরীব মাষ্টারের বাড়ী তোমাদের নিয়ে আসতে লজ্জা করে লীণা !

লীণা। লজ্জা কি আছে দিদি! ও কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না।

ফ্লোরা। (মানবকে) এই আমার ছাত্রী

(উভয়ে নমস্কার)

দিলীপ বাবুর সঙ্গে তো আলাপ আছেই

(উভয়ে নমস্কার)

দিলীপ। নিশ্চয়ই আলাপ নেই কি কথা··· হা হা হা। হ্যাঁ এর নাম বৈজনাথ আর এঁর নাম চুণীমল।

চুণী ও বৈজ। রাম রাম।

দিলীপ। উভয়েই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। উপস্থিত আমরা business partners.

মানব। বেশ বেশ আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়া সৌভাগ্য মনে করি।

বৈজ। আরে ছি ছি মানস বাবু আপনি কি বলিতেছেন?

চুণী। আপনার মত ভদ্র লোকের সঙ্গে আলাপ হইয়েছে, এতো হামাদের সৌভাগ্য আছে। আপনার ইস্ত্রি খুব ভাল গান জানেন।

বৈজ। ওহি শুনবার জন্য দিলীপকে বলিয়েছিলাম। বাংলা গান বহুৎ ভালা আছে।

মানব। বেশ তো শুনুন না।

দিলীপ। Mrs. ঝর্ণা দেবীব গানের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারা যায় না, তাই এদের কাছে ব'লেছিলাম। সত্যি মানস বাবু, you are a lucky dog. এমন স্ত্রী যার ঘরে তারমত সুখী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন না··· হা হা হা।

লীণা। তাব মানে কি জানেন? আমাকে পেয়ে ওঁর জীবনটা মোটেই সুখী নয়।

ফ্লোরা। দিলীপ বাবু, আপনি কথার প্রতিবাদ করুণ?

দিলীপ। জানেন উনিও বলতে চান, আমি আপনাদের সামনে ওঁর একটু প্রশংসা করি··· হা হা হা।

বৈজ। আপনারা নিজেদের প্রশংসা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। হামাদের গান না শুনিলে ভাল লাগতেছে না।

চুণী। হামরা প্রশংসা করতে পারতেছি না··· হা হা হা।

দিলীপ। তা হলে ঝর্ণা দেবী বন্ধুদের কর্ণ বিবরে একটু অমৃত সিঞ্চন করে দিন। মানস বাবু আপনি না ব'ল্লে বোধ হয় উনি—

মানব। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার আবার অনুমতি কি! গান শোনবার জন্য যখন এসেছেন তখন গান তো শোনাতেই হবে।

[ফ্লোরার গান।]

জাগালে আমারে কোন সুর বিতানে?
সেই সুরে মায়া মোহ জাগালে প্রাণে;
ওই বকুল ঝরা সেই চাঁদিনী রাতে
পরালে গাঁথিয়া মালা আপন হাতে,

মালার মাঝে, গোপনে লুকায়ে ছিল যে সব ভাষা
গোপনে ক'য়ে গেল কানে কানে জাগালে নূতন আশা।
যে সুর বাজালে আমার প্রাণে
সে সুর কি বাজে না আমার গানে ?

বৈজ। ইস্ আপনার গান এতো ভাল আছে ? চমৎকার !

চুনী। এত ভাল গান আমি কোথাও না শুনিয়েছি। Mrs. লীণা দেবী খুব ভাল গান শিখিয়ে লেবেন।

ফ্লোরা। আমি যা না তার চাইতে বেশী আপনারা বলছেন। এই গানই এখন আমার সম্বল। সামান্য কিছু শিখেছিলাম তাই সংসারে দুটো পয়সা সাহায্য করতে পারছি।

লীণা। দিদি এ গানটা কিন্তু আমি শিখবো।

ফ্লোরা। আমার গানের থলির মধ্যে সামান্য যা কিছু আছে তোমাকে দিতে কোন দিনও কুণ্ঠিত হব না বোন।

মানব। দিলীপ বাবু শুধু আমিই যে lucky dog তা নই, you are also a black cat in the hands of your wife. Mrs. লীণা দেবী আপনার ঘর আলো ক'রে রেখেছেন।

বৈজ। আপনারা আবার প্রশংসা নিয়ে ব্যস্ত হ'লেন।

ফ্লোরা। আচ্ছা বৈজনাথ বাবু, চুনীমল বাবু, আপনাদের বিয়ে হয়েছে ?

চুনী। হাঁ হাঁ, হামাদের বিয়াতো বহুৎ আগেই হইয়েছে।

ফ্লোরা। তাঁরা এখানেই আছেন তো ?

চুণী। নেহি মুলুকমে রাখিয়ে আসিয়েছি।

ফ্লোরা। কেন ?

বৈজ। তিনরা বলেন মছলিকা মুলুকমে যাবে না।

মানব। কেন মাছের দেশে এলেই কি মাছ খেতে হবে ? তাছারা আপনাদের দেশের মেয়েও তো এখানে কম নেই! অবশ্য মনে কিছু করবেন না, practically আপনারা তো আমাদের দেশটা ছেয়ে ফেলছেন বল্লেও অতুক্তি হবে না।

(সকলেই হাঁসিল)

দিলীপ। যা ব'লেছেন মানস বাবু! কিন্তু এঁদের না হ'লে আমাদের এখন দাঁড়াবারও উপায় নেই··· হা হা হা।

লীণা। আজ তা হলে ওঠা যাক মানস বাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুব আনন্দ পেলাম।

মানব। এটা আপনার মনের ভুল। আনন্দ তো আপনিই সঙ্গে করে এনেছিলেন। সে আনন্দ আপনি আবার নিয়ে যাচ্ছেন। একটু চাও খেয়ে গেলেন না ?

লীণা। আচ্ছা আচ্ছা আর একদিন এসে চা খেয়ে যাব।

মানব। নিশ্চয়ই আপনাদেরই বাড়ী। সব সময়ই আসবেন।

চুণী। আউর একঠো গান হামার শুনবার ইচ্ছা ছিল।

ফ্লোরা। আজকের দিনটা মাপ করবেন। হার্টটা একটু weak feel করছি। অন্য আর একদিন শুনবেন।

মানব। ওঁর হার্টের একটু ব্যারাম আছে, মাঝে মাঝে palpitation হয়।

বৈজ। হাঁ হাঁ. দেখবেন! হার্টকে লিয়ে বাংলা মুলুক'ম যত গণ্ডগোল হইতেছে। বাংলা দেশকা ছেইলা মেইয়াতো, ঐ হার্টকে লিয়ে কত পানামে ডুবিয়েছে কিন ঘর ছোবকে ভি পালিয়ে যাইতেছে।

দিলীপ। এটা বড্ড সত্যি কথা···হা হা হা (ফ্লোবার দিকে বক্রদৃষ্টি)

[মনাব ও ফ্লোরা ব্যতীত অভিবাদন করিয়া সকলের প্রস্থান]

[পদ্মের প্রবেশ]

পদ্ম। কি গা?

মানব। এই যে পিসি এসেছ!

পদ্ম। পিসি বলতে তো অজ্ঞান হচ্ছ বাছা। এতক্ষণ গান, বাজনা, ফুর্ত্তি কিসের হচ্চিল গা বাছা?

ফ্লোরা। আমি যাকে গান শেখাই সে আর তার স্বামী এসেছিল বেড়াতে।

পদ্ম। আমাকে লুকিও না বাছা। আমি সবাইকে দেখেছি। দুটো মেরো মিন্সেকেও সঙ্গে দেখলাম, চোখের মাথা কি এত শিগ্রি খেয়েছি?

মানব। হ্যাঁ তারা ভদ্রলোকের বন্ধু।

পদ্ম। আমাকে ন্যাকা বুঝাচ্চো, না?

ফ্লোরা। তোমাকে ন্যাকা বুঝিয়ে আমাদের লাভ?

পদ্ম। না বাপু, এ সব দেখতে ভাল লাগে না। কে কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এখানে মেশে বলা যায় না। তোমার সোমস্ত বৌ, বেশী কিছু ভাল না।

মানব। না পিসি ভয় খাবার কিছু নেই।

পদ্ম। আমার আবার ভয় খাবার কি আছে? তোমারই বৌএর জন্যই বলছি।

মানব। নিজেরা ঠিক থাকলে কোন ভয় নেই।

পদ্ম। ঠিক থাকা খুব কঠিন। তা যাক, পিসি বলে ডাকো তাই বল'ছ, নইলে আমার আর কি। কই ভাড়ার টাকাটা ফেলতো।

মানব। পিসার আর সহ্য হচ্ছে না। পাঁচ মিনিট অন্তর তাগাদা।

পদ্ম। তাগাদার মত তাগাদাতো এখন দিইনি।

ফ্লাবা। না না পিসি, তাগাদার দরকার নেই (ব্যাগ খুলিয়া দশ টাকার নোট প্রদান) এই নাও, মাইনে আজই পেলাম, তাই দু দিন দেরী হল।

পদ্ম। (আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে) বেঁচে থাক, জন্ম জন্ম পাকা চুলে সিঁদুর পড মা। আহা এই জন্যেই তো তোমাদের খুব ভাল লাগে। নইলে তোমাদের মত কত খৃষ্টেনকে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছি।

মানব। আর কি? ঝেঁটোবার দরকার নেই পিসি, যা দরকার ছিল তাতো পেয়ে গেছ?

পদ্ম। পাব না কেন বাছা! তোমরা কি আমার সেই রকম ভাড়াটে! খাওয়া দাওয়া করলে কখন? ঘরে তো কিছুই দেখছি না!

মানব। আজকে খাওয়ার নেমতন্ন আছে।

পদ্ম। তবে পাঁচ ফোরঙের জন্য অত ডাকাত পরা চিৎকার

করছিলে কেন ? মাসের মধ্যে বিশদিনই তোমরা বাইরে খাও অথচ রান্না রোজই হয় দেখি ?

মানব। রান্না রোজ হলেই কি রোজ খাবার মত হয় ? সত্যি কথা শুনবে পিশি ?

পদ্ম। আর আমার সত্যি কথা শুনতে গেলে চলবে না। আমাকে তো আর বাইরে খাওয়াবার লোক নেই !

[প্রস্থান]

ফ্লোরা। Nuisense, মুখে কিছু আটকায় না !

মানব। আর এখানে বেশী দিন থাকা চ'লবে না দেখছি। চল আজও হোটেলেই খেয়ে আসি (যাইতে যাইতে টেবিলের তলার দিকে তাকাইয়া) হায়রে unfortunate আলু পেঁয়াজের কাবলী কাবাব I pity you.

[উভয়ের প্রস্থান]

২য় দৃশ্য।

কলিকাতার রাজ পথ।

[মুরলী দাস, কপালে চন্দন তিলক, গলায় মালা, পরম বৈষ্ণব। কাঁধে একটী ঝোলা, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপর। অতি বিমর্ষভাবে চারিদিকে কি যেন খুঁজিতেছে।]

মুরলা। খোকা, তোকে কেন আমি লেখা পড়া শেখাতে গিয়েছিলাম ? আমার মত মুর্খ থাকলে তোর কোন ক্ষতি ছিল না। শেষে তোকে কি আমাকে হারাতে হল বাবা ? তোকে খুঁজতে এসে শেষে আমিও হারিয়ে গেলাম ! কে জানতো কলকাতা সহর এমনি ! এখানে কেও কাউরির কথার উত্তর দেয় না। চিঠি দিলি অথচ ঠিকানা দিলি না ! কারও দয়া নেই; মায়া নেই, মমতা নেই ! তোকে কোথায় আমি খুঁজে বেড়াব ? পাঁচ জনের কাছে ভিক্ষে করে তোকে আমি লেখা পড়া শিখিয়েছি। সবে মানুষের মত হ'য়েছিস অমনি পাঁজরাটা আমার ভেঙে দিলি ? উঃ বেশ এই ভাঙ্গা পাঁজরা নিয়েই আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াব। একদিনও কি তোর দেখা পাব না ? এই ইন্দ্রপুরীর মধ্যে তুই কোথায় আছিস বাবা ?

[অতি ব্যাস্ত ভাবে একজন কেরানীর প্রবেশ। বগলে ভাঙা ছাতা, চোখে সিলভার ফ্রেমের চশমা, আপিসের দেরী হয়ে গেছে।]

কেরানী। আজকের দিনটা বাঁচাও ভগবান। চাকরী গেলে ছেলে পিলে নিয়ে পথে বসতে হবে।

মুরলী। (পথরোধ করিয়া) আমি তো আগেই পথে এসে দাঁড়িয়েছি মশাই !

কেরানী। (তীক্ষ দৃষ্টিতে) কে হে বাপু তুমি ? রাস্তা দাও,

আপিসের আজ ভয়ানক দেরী হয়ে গেছে। ভিক্ষে টিক্কে দিতে পারবো না।

মুরলী। ভিক্ষে তো আমি চাই না মশাই। আমি বড্ড বিপদে পরেছি।

কেরানী। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ আরম্ভ হল! আরে বাপু হাজার বিপদে পরলেও আমার কাছে একটা আধলাও পাবে না।

মুরলী। একটা আধলাও চাই না মশাই। শুধু দুটো কথা বলতে চাই।

কেরানী। চিতে বাঘ সেজে ভরং তো মন্দ করো নি বাবা! সকাল থেকে নিঃশ্বেস ফেলবার সময় নেই। একটা পয়সা রোজগার করতে রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। আর উনি নির্ঝঞ্ঝাটে একবার বিপদে পরেছি বল্লেন, আব আমি ঠকাস করে একটা পয়সা দিয়ে দিলাম আর কি? ছেলে মেয়ে গুলো চ্যাঁ ভ্যাঁ করে, হাতে একটা পয়সা দিতে পারি না! আর উনি বাপের ঠাকুর কেদার রায় এলেন আর কি!

মুরলী। বাবা ছেলে পিলেই তো যত গণ্ডগোল করে। নইলে আজ আমাকে এ ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন?

কেরানী। তা ঘুরে ঘুরে চেহারা খানা তো বেশ চুক চুকে করেছ? ভিক্ষের চালে ভাইটামিন্ খুব বেশী। আমরা রোজগার করে করে শুকিয়ে যাচ্ছি, আর এই সব ক্লাশ ভিক্ষে করে খেয়ে ফুলছে!

মুরলী। মশাই আমি ভিখারী না। আমার ছেলে পালিয়ে গেছে।

কেরানী। ভালই হয়েছে, ঝঞ্ঝাট ক'মেছে। সর সর আর দেরী করলে আমার চাকরী থাকবে না।

মুরলী। দয়া করে কি একটী কথা আমার শুনতে পারবেন না? ভগবান কি পাথর দিয়ে আপনাদের হৃদয় গ'ড়েছেন? মানুষ বিপদে পরলে মানুষে যদি রক্ষা না করবে, তবে কে ক'রবে? একটু দয়া আপনাকে ক'রতেই হবে।

কেরানী। (দাঁত ভেংচাইয়া) দয়া? দয়া? দয়া অত সোজা না? আমি এতদিন বড় বাবুর খোসামুদি করে এলাম, শেষে কাকুতী মিনতী ক'রে বল্লাম, স্যার মাইনেটা আমার কিছু বাড়িয়ে দিন, অন্ততঃ কচা ছেলেটার দুধের খরচটা যাতে হয়··· শেষে পা পর্য্যন্ত চেপে ধরেছি ·· এতটুকু দয়া আমি পাই নি··· পেয়েছি? দয়া পেয়েছি?

মুরলী। তা আপনি জানেন।

কেরানী। তা যখন জান না তখন কোন দয়া আমার কাছে হবে না। সর সর ভাল কথা বলছি।

মুরলী। আপনি দুঃখী হয়ে দুঃখীর একটু উপকার ক'রবেন না?

কেরানী। (চেঁচাইয়া) না না না। আজ আর বোধহয় চাকরটা রাখতে দিলে না ইডিএটটা। হায় হায় শেষে ছেলে পিলে নিয়ে পথে বসতে হবে? সর্ সর্ (দুই ছাতার আঘাত করিয়া বেগে প্রস্থান)

মুরলী। (অশ্রু গড়াইয়া পরিতেছে) প্রভু শ্রীপাদপদ্মে আমাকে স্থান

দাও! আর কত কষ্ট আমাকে দেবে? খোকাকে হারিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না। খোকা, ইচ্ছে ক'রছে, খোকা খোকা বলে আমি এমন চিৎকার করি যে তুই যেখানেই থাকিস আমার ডাক শুনতে পাস। আমার ডাক শুনলে তুই কিছুতেই ঠিক থাকতে পারবি না। মাতৃহারা ছেলে আমার, কোন দিনও তোকে এতটুকু কষ্ট বা দরিদ্রতা অনুভব ক'রতে দিইনি। বুকের রক্ত দিয়ে তোকে মানুষ ক'রেছি, তাই আজ তুই বুড়ো বাপকে চোখের জলে ভাঁসিয়ে ভালবাসা করে বেড়াচ্ছিস! যে তোকে বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করলো সে তোর কেও না, না? একটা ছলনাময়ী উৎসৃঙ্খলা নারী সেই হ'ল তোর যত আপনার? এ মোহ আমি তোর ঘোঁচাব খোকা, এ মোহ ঘোঁচাব··· আমি তোর বাপ।

[চুনী ও বৈজনাথের প্রবেশ]

চুণী। কি চাই তোমারা?

মুরলী। কিছু চাই না, আমি যা চাই তা আপনি কোথায় পাবেন?

বৈজ। হামারা দিতে পারবে না? তা কতদিন এ ব্যবসা আরম্ভ করিয়েছ?

মুরলী। ব্যবসা কিসের? আমি একজন দরিদ্র গ্রামবাসী।

চুণী। ফোঁটা তিলক রাখিয়েছ, ফিন টিকি ভি রাখিয়েছ। বাঃ সাজিয়েছ বেশ?

মুরলী। সেজেছি মানে ? আমি বৈষ্ণব।

উভয়ে। হা হা হা।

বৈজ। মানে কুছু না থাকিলে কি অমনি সাজিয়েছ ? মকেল কুছু মিলিয়েছে ?

মুরলী। মকেল কিসের ? না না মকেল টকেল আমার নেই, তবে আকেল যথেষ্ট হয়েছে বাবা।

চুণী। এ বৈজনাথ এ বহুৎ পাকা ঘুঘু আছে।

বৈজ। হা হা চুল পাকিয়ে ফেলেছে। পহেলা নম্বর ঘুঘু আছে।

মুরলী। আমি তো আপনাদের কাছে কিছু চাই নি। ভিক্ষা আমি করি না।

চুণী। বহুৎ আচ্ছা, কথা তো খুব ভাল ভাল শিখিয়ে রাখিছে ?

বৈজ। ও ঝোলার মধ্যে কি রাখিয়েছ ?

মুরলী। কিছুই না। বিদেশী মানুষ সামান্য দরকারী দু একখানা কাপড় আছে।

চুণী। খুঁজিলে কত কি পাওয়া যাইবে।

বৈজ। দিনমে এহি কাম আছে, আউর রাতমে কিয়া কাম আছে ?

মুরলী। এই তো সবে এখানে এসেছি, রাত্রিবাস এখনও হয় নি কোথাও। পুত্র স্নেহ আমাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। এখানে আমার ছেলেকে খুঁজে বের করবো বলে এসেছি।

চুণী। নিজের ছেইলাকে খুঁজিয়ে বার ক'রতে হ'বে ?

বৈজ। ছেইলার ঠিকানা কি আছে ?

মুরলী। ঠিকানা জানি না।

চুণী। হাঁ হাঁ, নিজের ছেইলার ঠিকানা জান না?

বৈজ। ঝুট বাত কেন বলতেছ

মুরলী। ঝুট বাত কি?

চুণী। মিথ্যা কথা কেন বলতেছ?

মুরলী। মিথ্যা কথা কেন বলবো মশাই, গলায় মালা আছে, তিলক আছে।

বৈজ। হা হা হা··· তিলকমে তো ভারি ভক্তি দেখতেছি।

চুণী। কত তিলক হামরা দেখিয়েছি, কত তিলক হামরা দেখবো, ওসব চালাকী হামরা শুনবে না।

মুরলী। আমাকে রক্ষে করুন, আপনারা নিজের কাজে যান। আপনাদের সঙ্গে চালাকী করে আমার কোন লাভ নেই।

বৈজ। যে সব কথা বলতেছ পুলিশে ধরিয়ে লিয়ে যাবে।

মুরলী। পুলিশে যদি ধরিয়ে দিতে চান দিন। আমি তো কোন দোষ করিনি মশাই।

চুণী। আচ্ছা আচ্ছা, রাতমে কোথায় থাকবে?

মুরলী। প্রভু, যেখানে নিয়ে যাবেন সেইখানেই যাব।

বৈজ। প্রভু কি হাত পা লিয়ে তোমরো কাছে আসবে?

মুরলী। সত্যি কিছুরই ঠিক নেই। যেখানে সেখানে প্রভুর নাম নিয়ে থেকে যাব।

চুণী। কলকাত্তামে ওসব চলবে না। কেন চালাকী করতেছ?

বৈজ। পুলিশে ধরিয়ে লিয়ে যাবে।

মুরলী। প্রভুর যা ইচ্ছে তাই হবে।

চুণী। আরে রাখিয়ে দেও তোমার প্রভু। প্রভু কি করবে? এ বৈজনাথ এ বহুৎ পাকা ঘুঘু আছে।

বৈজ। হাঁ হাঁ। (ব্যাগ খুলিয়া) আচ্ছা এই চার আনা পয়সা রাখিয়ে দেও।

মুরলী। ছিঃ ছিঃ পয়সা চাই না। আমি ভিক্ষুক না মশাই।

চুণী। হইয়েছে হইয়েছে, খুব হইয়েছে।

মুরলী। না না এ আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

বৈজ। মোটা মোটা খাইয়ে চার আনা ভাল লাগবে কেন? আচ্ছা পাকরিয়ে আট আনা।

মুরলী। না না আপনারা অযাচিত ভাবে কেন আমার উপকার করছেন?

বৈজ। আরে হইয়েছে হইয়েছে (জোর করিয়া ঝুলির মধ্যে আধুলী ঢুকাইয়া দিল)।

মুরলী। না না একি ছি ছি···

চুণী। আউর ভণ্ডামী ক'রতে হ'বে না। খুব হইয়েছে। (একটী কার্ড বাহির করিয়া) হামাদের ঠিকানা আছে। রাতমে দেখা করবে বুঝলে? (ঝুলির মধ্যে দিল)।

বৈজ। এখন যো ব্যবসা করতেছ ওহি ক'রবে। সন্ধ্যা বেলা হামাদের ওখানে চলিয়ে যাবে, দোসরা ব্যবসা ক'রবে।

চুণী। দিনমে তিলক কা ব্যবসা, আউর রাতমে দোসরা ব্যবসা, কেয়া মজেদার, কেয়া মজেদার··· হা হা হা··· চলিয়ে ঝর্ণা দেবী আসিয়ে গেল।

[উভয়ে হাঁসিতে হাঁসিতে প্রস্থান]

মুরলী। (ঝোলা হইতে আধুলী বাহির করিল) সত্যি সত্যি আট আনা পয়সা দিয়ে গেল? আমি ভিক্ষুক না সত্যি কিন্তু এদের দানটাতো সত্যি! তোমাদের প্রাণে তা হলে দয়া আছে? কিন্তু এ দানের পয়সা আমি কি করবো? এ যে আমি গ্রহণ করতে পারি না। একটা ভিক্ষুক কে দান করে দেব থাক। ঠিকানাটা থাক সত্যি রাত্রে যদি প্রয়োজন হয় (ঝোলায় সব রাখিল)। খোকা পথের লোকের দয়া হয়, তোর বুড়ো বাপের উপর দয়া হয় না? উঃ আমার বুক ফেটে যায় বাবা!

(একটী যুবকের প্রবেশ, পুত্র ভ্রমে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া) খোকা খোকা, কোথায় ছিলি বাবা?

যুবক। (রাগিয়া হাত চাপিয়া ধরিয়া) কে তোর খোকা ব্যাটা? ব্যাটা বদমাইস! জুচ্চুরী করবার জায়গা পাওনি? রাস্কেল কোথাকার!

মুরলী। বাবা আমার ভুল হয়েছে। আমার ছেলে মনে করেছিলাম।

যুবক। ব্যাটার ড্যাব্‌রা ড্যাব্‌রা চোখ। দিনের বেলায় লোক চিনতে পার না? যতসব গাঁট কাটা আর বদমাইসের দল! চল চল ব্যাটা বদমাইস, পুলিশের হাতে দিয়ে আসি··· চল চল···

[ভীষণ ভাবে মারিতে মারিতে লইয়া গেল, নেপথ্যে বহুকণ্ঠে "মারশালাকে, মারশালাকে" চিৎকার। ভিক্ষুক চিৎকার করিয়া বলিতেছে "আর মারবেন না ছেড়ে দিন" তার পরই

একটী করুণ সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। ঝুলিটী পরিয়াছিল। ভিখারীর গান গাহিয়া মুরলীকে লইয়া প্রবেশ। মুরলীর কপাল কাটিয়া রক্ত পরিতেছে। ভিখারী তাহাকে ঝুলির নিকট বসাইল ও গান করিতে করিতে রক্ত মুছাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল। পরে ঝুলাটী তাহার ঘারে দিয়া, হাত ধরিয়া লইয়া গেল।]

[ভিখারীর গান।]

মায়ার ঘোরে বুঝলি নারে
নিঠুরতার ছল,
ললাটে তোর রুধির ধারা
নয়নে অশ্রু জল,
আমি কেমনে মোছাব বল?
ওরে পঁথিক, ওরে পথিক, ওরে, ভুল ভাঙেনি এখন তোর,
প্রেম বিলিয়ে প্রেমের ঠাকুর, নাম তবু তার নিঠুর নাগর।
আঘাত দিয়ে তোরই বুকে
নাইরে হরি পরম সুখে,
চিনবে তোকে সুখে দুঃখে
ধরা দেবে তোরই বুকে,
পথিক রে তোর কাটলে মায়া ভাঙবে সে ভুল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

৩য় দৃশ্য।

রসরাজের কলিকাতার বাটীর কক্ষ।

[গোরখ সিং, চিন্তামনি ফার্ণিচার আনিতেছে ও সাজাইতেছে, রতন ফর্দ্দ মিলাইতেছে। সাজান শেষ হইলে গোরখ সিং ক্লান্ত ভাবে খৈনি টিপিতে লাগিল, চিন্তা পান সাজিতে লাগিল।]

রতন। নাঃ আর পারা যায় না। হাত পা এলেগেছে (একটী সোফায় বসিয়া পরিল) সোজা কথা? এত বড় সংসারের সমস্ত জিনিষ একবার ষ্টেসনে পৌঁছান, আবার ছার করে নিয়ে আসা, মায় সাজান শেষ। এইবার দেখ কোলকাতায় যদি মেয়েকে পাওয়া যায়! হে মা ভগবান, মেয়েটাকে পাইয়ে দাও— নইলে আমাদের প্রাণ শেষ। আবার কোথায় চাট্টি বাট্টি গুটাতে হবে কে জানে? খুঁজে পাওয়া কি সোজা কথা? হারিয়ে গেলে পাওয়া যায়,, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে হারালে তো খুঁজে পাওয়া যাবে না!

চিন্তা। মহুরী বাবু এ বাড়ীর কেতে ভাড়া আছে?

রতন। আরে ব্যাটা উড়ে, তোর দশ বছরের যা মাইনে, এ বাড়ীর এক মাসের তাই ভাড়া, সোজা কথা.?

চিন্তা। ইস্ (চোখ বড় বড় করিল)

রতন। আঁশের বঁটী দিয়ে।

রস। কি হবে।

রতন। ইস্ কিরে? তোর মাথা ঘুরে গেল বুঝি? আরে ক'লকাতায় থাকা কি সোজা কথা? এখানে থাকতে গেলে মাটী পর্য্যন্ত কিনতে হয় তা জানিস?

চিন্তা। মটী?

রতন। হ্যাঁ হ্যাঁ—মাটী মাটী বুঝলি?

চিন্তা। সঁরা মটী কিনতি হইব?

রতন। হ্যাঁ নগদ পয়সা দিয়ে। এখানে থাকা কি চাট্টি খানেক কথা?

চিন্তা। এ বড় কেমতি লাগিছে।

গোরখ। চিরিয়াখানা কাঁহা হায় বাবুজী?

রতন। এতো বাবা সবই চিরিয়াখানা। ক'লকাতা সহরটাই চিরিয়াখানা। দু দিন থাক সব দেখতে পাবে যাদু।

চিন্তা। আচ্ছা মহরা বাবু, পথ দিয়া রেলগাড়ী কেমতি চলিছে?

রতন। দূর রেলগাড়ী আবার কোথায়? ওর নাম ট্রাম।

চিন্তা। হঁ হঁ, ট্রাম রেলগাড়ী! কেমতি চলিছে? রেলগাড়ী (মুখে শব্দ করিয়া) "ঘাস খাই ঘাস খাই" করি চলিছে আর ট্রাম রেলগাড়ী "চুঁউউ" করি চলিছে, এ কেমতি সঁরা?

রতন। আরে ব্যাটা উড়ে ওসব বোঝা তোর কম্ম নয়। আর জম্মে তোর সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বুঝিয়ে দেব। বুঝলি?

চিন্তা। বুঝিব না কাঁই। এ মানুষের কর্ম্ম নয় প্রভু জগর্ণাথের কর্ম্ম আছে।

রতন। হ্যাঁ এখন ঐ টুকুই বুঝে থাক চাঁদমনি।

চিন্তা। অনেক দিন হইল গ্রামের লক্ষণ ভাই কলিকাতা আসি থিলা। মহুরী বাবু তার খবর কেমতি করিব ?

রতন। লক্ষণ ভাইএর খবর পাওয়া মানুষের তো সাধ্য নেইই, তোর স্বয়ং রামচন্দ্র প্রভু এলেও কলকাতায় পাত্তা করতে পারবে না। তুই কি ভাবিস ? এর নাম ক'লকাতা। আজব দেশ। এ তোর পুরী না··· স্বপনপুরী। কিছু দিন থাক যাদুমনিরা, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারবে। বুঝলে ?

চিন্তা। হুঁ বুঝিব না কাঁই ?

রতন। ভাই তো হে গোরখ সিং কলকাতায় এসে তোমার সিং না ভেঙে যায়। আচ্ছা আমাকে হিন্দী শেখাতে পারছো গোরখ সিং ?

গোরখ। জরুর, কেঁও নেই।

রতন। আচ্ছা, আসুন বসুন হিন্দীতে কি বলবে ?

গোরখ। আইয়ে বইঠিয়ে।

রতন। হ্যাঁ হ্যাঁ···আইঠিয়ে বইঠিয়ে।

গোরখ। নেহি নেহি আইয়ে বইঠিয়ে। আইঠিয়ে বইঠিয়ে কেঁও বলতে হেঁ !

রতন। হ্যাঁ হ্যাঁ···আইঠিয়ে বইঠিয়ে, আইঠিয়ে বইঠিয়ে।

[এমন সময় রসরাজের প্রবেশ সকলে দাঁড়াইল]

রস। কি বলছো ?

রতন। আজ্ঞে মাছ। (মাথা চুলকাইয়া)

রস। ওসব এখন থাক। বাঃ বেশ হয়েছে! আর আর সব ঠিক আছে?

রতন। আজ্ঞে হঁা স্যার, ঠিক করতে আর কতক্ষণ লাগে?

রস। কলকাতায় ঠিক হতে অনেক সময় লাগে। তোমাদের আইডিয়া তো খুব বেশী!

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। কি তোমাদের আইডিয়া খুব বেশী?

রতন। আজ্ঞে না স্যার আমাদের আইডিয়া মো'টেই নেই।

রস। তাই বল, তোরা এখানে কি করছিস? ওদের কাজ নেই?

রতন। কাজ উপস্থিত কিছু নেই।

রস। কাজ নেই কি? এখনতো আসল কাজই বাকী। ফ্লোরাকে খুঁজে বার করতে হবে। যা তোরা সব চারিধারে খুঁজে দেখ, বসে থাকিস না।

রতন। স্যার, ওদেরকে খুঁজতে পাঠালে, ওদেরকে আবার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

রস। তা বটে। তা হলে এক কাজ কর। ওদের গলায় দুটো মাদুলী ঝুলিয়ে দাও।

রতন। মাদুলী কি হবে বুঝতে পারছি না স্যার।

রস। বুঝতে পারলে তো উকিল হয়ে যেতে মুহুরীগিরী করতে না।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার তা ঠিক।

রস। একশোবার ঠিক। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাড়ীর ঠিকানা লিখে মাদুলীর মধ্যে পুরে দাও। হারিয়ে গেলে ঐ মাদুলীর জোরে চলে আসবে বুঝলে ?

রতন। মাদুলীর মধ্যে কি ঠিকানা আঁটবে ?

রস। মাদুলীর মধ্যে না আঁটে, না হয় বাবাদুলীই কিনে দাওগে, যাও যাও, আর দাঁড়িয়ে থেক না।

রতন। আচ্ছা স্যার—

[তিনজনের প্রস্থান।]

রস। মগজে বুদ্ধি না থাকলে কাজ হয় ? আমার অবস্থা আগে কি ছিল আর আজ কি করেছি! টাকার বন্যা ঘরে ঢুকিয়েছি। বুদ্ধি না রাখলে চলে ? শুধু বুদ্ধি খেলাতে পারছি না আমার মান্নুর বেলায়। আজ পর্য্যন্ত তাকে up to date করতে পারলাম না। ফ্লোরার জন্যে প্রথমটা আমি nervous হয়ে প'রেছিলাম কিন্তু তারা যখন খাল ডোবার মধ্যে নেই তখন safe আছে। রতন, রতন...

[রতনের প্রবেশ]

কি হে তুমি এখনও যাও নি ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। হ্যাঁ স্যার কি ? তুমি তো এইখানেই আছ ?

রতন। ব্যবস্থা স্যার সঙ্গে সঙ্গেই করেছি। ওদেরকে বল্লাম, সোজা চলে যা, যেখানে মাদুলীর দোকান দেখবি সেইখানে দাঁড়াবি। এক পাও নড়বি না। আমি ততক্ষণ ঠিকানা

দুটো লিখে নিয়ে যাচ্ছি। তারা তো স্যার রওনা হ'য়ে গেছে।

রস। আচ্ছা বুদ্ধি তো তোমার? এর মধ্যে যদি হারিয়ে যায়?

রতন। হারাবে কোথায় স্যার? আমি গেলাম বলে। দুটো কাগজে নম্বর টম্বর ঠিক করে নিয়েছি, যাব আর পুরে ঝুলিয়ে দেব স্যার।

রস। তোমার একটুও বুদ্ধি নেই রতন।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার বুদ্ধি থাকলে তো ওকালতী করতাম মহুরীগিরী করবো কেন?

রস। কেবল আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার আর আজ্ঞে না স্যার। যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও, দেখ এতক্ষণ বোধ হয় হারিয়ে গেল।

[রতনের দ্রুত প্রস্থান]

এদের নিয়ে এ সব জায়গায় চলা বড় মস্কিল। রাস্তায় বেঁড়িয়ে যদি সব হারিয়ে যায় কি করা যাবে?

[খুব সাজ গোছ করিয়া মানুর প্রবেশ]

এই যে মানু ড্রইংরুম কেমন হল? উপস্থিত পুর'নো furniture চলুক, তারপর নূতন নূতন ফার্ণিচার কেনা যাবে। বেশ up to date দেখে।

মানু। তোমার হাল ফ্যাসানের জ্বালায় আমি, অস্থির হয়ে গেলাম। এই বয়সে আর সং সাজতে পারি না। আমার

প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। হাল ফ্যাসানি ফুলুর সাজে। আশ্চর্য্য চিঠি দিল অথচ ঠিকানা দিল না, বোধ হয় ভালই আছে।

রস। ভাল আছে না কচু আছে। চৌরাটাতো হদ্দ গরাব। আমার মেয়ে হয়ে যে তার এমন টেষ্ট হবে কে জানতো ?

মানু। তবু তো রক্ষে যে জাত এক হয়েছে !

রস। জাত এক হয়েছে তো কি হয়েছে ? তুমি কি ভাবছো যে ঐ রকম একটা চাষার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েব বিয়ে দেব? কখনই না। আশ্চর্য্য Atrocity ঐ ছোকরার। বামন হয়ে চাঁদে হাত ? চাষার ছেলে হয়ে একটা up to date মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ? পয়সার দরকার ছিল, কি চাকরীর দরকার ছিল, আমার কাছে এলেই পারতিস ! তানা…ফ্লোরা যদি আমার মেয়ে না হত, তোকে আমি জেলে পাঠাতাম।

মানু। ফুলু আমাদের মেয়ে না হ'লে, তোমার জেলে পাঠাবার কি দরকার ছিল, আমি কিন্তু ও সব কথা শুনতে চাই না, যেখান থেকে পার ফুলুকে এনে দাও। আর ফুলুকে পেতে গেলে যদি ঐ ছেলেটীব সঙ্গে বিয়েও দিতে হয় তাও তোমাকে দিতে হবে।

রস। কখনই না। আমার জামাই হবে, একটা চাষার ছেলে most hagard ? কিছুতেই না।

মানু। তোমার না অনেক বুদ্ধি ? তোমার এ টুকু মাথায় ঢোকে না যে, ঐ ছেলেটার জন্যেই ফুলু পালিয়েছে ?

রস। পালালেই হল ? ত্রিভুবন খুঁজে আমি বের করবো।

মান্নু। ত্রিভুবন খুঁজলেও তুমি পাবে না, যদি ইচ্ছে ক'রে তারা ধরা না দেয়।

রস। তাই বলে একটা চাষার ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে থাকবে ? তোকে এতদিন, এত পয়সা খরচ করে up to date ক'রলাম। ভেবেছিলাম একটা I. C. S. এর সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। তুইও যেমন একটা গর্ব্বের জিনিষ, আমাদের জামাইও হবে গর্ব্বের। অগাধ পয়সা রেখে যাব মনের আনন্দে দিন কাটাবি, তানা একটা চাষার ছেলে… ভূতের সঙ্গে পালালি ? চাষার ছেলে চাষ করগে, চাষার আবার ঘোড়া রোগ কেন

মান্নু। কথায় বলে না পিরাতে মজিলে মন…

রস। Slang, Slang, একটু up to date হও মান্নু। এতদিন ধরে তোমাকে আমি up to date করতে পারলাম না ? My humble request তুমি একটু up to date হও।

মান্নু। হাল ফ্যাসানের মুখে আগুন…

রস। Again Slang.

মান্নু। হাল ফ্যাসান হব মানে কি ফুলুর মত আমাকেও পালাতে হবে ? মরণ আর কি। তোমার হাল ফ্যাসানের মুখে নুরো জ্বেলেদি। তুমি হটাৎ এত বড় লোক হয়ে যাবে জানলে, বাবা কখনই তোমার হাতে আমাকে দিতেন না। হাল ফ্যাসান কোরে কোরে ফুলুকে তুমি আমার হারিয়ে

দিলে। যেখান থেকে পার ফুলুকে আমার চাই। নইলে আমি ও একদিন ফুলুর মত হাল ফ্যাসান হ'য়ে যাব।

[বেগে প্রস্থান]

রস। একটু আপ টু ডেট হও মানু। মানুকে আমি পঁচিশ হাজার টাকার গয়না গবিয়েছি দিয়েছি। মানুর কি নেই? up to date সমস্ত গয়নাই তাকে দিয়েছি। হীরে, মুক্তো, চুণী পান্না কিছুরই তার অভাব নেই, এত দিয়েও একটু up to date করতে পারলাম না—

[চুনী ও বৈজনাথ পিছনে দাঁড়াইয়া হীরা, মুক্তোর কথা শুনিতেছিল আর চক্ষু বিস্ফারিত করিতেছিল]

চুণী, বৈজ। রাম রাম বাবুজী।

রস। রাম রাম, আরে এসো চুণীমল বৈজনাথ। তাহলে ক'লকাতাবাসী হয়ে গেলাম। মেয়েটার আজ পর্য্যন্ত কোন খোঁজ পেলাম না। এইখানেই আছে শুনছি, দেখি যদি পাওয়া যায়।

বৈজ। খ'বর হইয়ে যাবে। কুছু ডর না আছে।

চুণী। আপকা মেইয়া তো ছেইলা মানুষ আছে বাবুজী।

রস। হ্যাঁ তা ছেলে মানুষ বইকি!

বৈজ। ছেইলা মানুষী করিয়ে পালিয়েছে, ফিন বুঝিয়ে গেলে চলিয়ে আসবে।

চুণী। মেইয়াকা ওমর কত আছে বাবুজী ?

রস। বয়স সামান্য। এই তো Bsc. পড়ছিল।

বৈজ। তবে তো বহুৎ ছোটা মেইয়া আছে বাবুজী ?

(উভয়ে চোখ টিপিল)

চুণী। কাগজ পত্তর কুছু পড়িয়েছেন ?

রস। না না এখনও কিছু পড়া হয় নি। যেটুকু পড়েছি তাতে মনে হয় তোমাদের জিত হ'য়ে যাবে। এতদিন ঘোরা ফেরা করছো, কই টাকা পয়সা কিছু দাও ? একটী আধলাও তো আজ পর্য্যন্ত দিলে না।

বৈজ। ছি ছি বাবুজা ! কত টাকা লাগবে হামাদের বলিয়ে দিন। মামলা জিততে হ'বে, টাকা খরচ ক'রতে কসুর হবে না।

রস। আমার consultation fee একশো টাকা দিয়ে যাবে বুঝলে ? বাকী কাগজ গুলো পড়ে রাখবো। উপস্থিত এখানেই এখন প্র্যাকটিস্ ক'রবো।

চুণী। হামরা পাঁচশো রূপেয়া দিয়ে দেব। খরচ করিয়ে হিসাব রাখিয়ে দেবেন।

বৈজ। টাকা কুছু গরবর হইবে না বাবুজী।

[রতনের দ্রুত প্রবেশ]

রতন। সর্ব্বনাশ হয়েছে স্যার। চাকরটা আর দারোয়ানটা দুটোই হারিয়ে গেছে।

রস। তা আমি জানি। আগেই বলেছিলাম তারা হারিয়ে যাবে।

এখন খোঁজ তারা কোথায় গেল! তাদেরকে খুঁজতে আবার কতক গুলো হারিয়ে যাক, এই কর। আমি আর কি করবো। দূর হও আমার সামনে থেকে, দূর হও দূর হও।

[ভয়ে রতন, চুণী, বৈজনাথের প্রস্থান]

যাকে পাঠাব সেই হারিয়ে যাবে। নাঃ আমাকেই দেখতে হ'চ্ছে, আমিই যাই… আমিই যাই।

[ব্যাস্ত ভাবে মানদার প্রবেশ]

মানু। তুমি কোথায় যাবে? (জরাইয়া ধরিল)

রস। না আমাকেই যেতে হবে।

মানু। তুমি গেলে তুমিও হারিয়ে যাবে!

রস। না না আমাকেই যেতে হবে (ছারাইবার চেষ্টা)

মানু। রতন ‥ রতন।

রস। মানু up to date হও (রতনের ঢুকিয়াই প্রস্থান)

মানু। শীগ্রী সদর দরজায় চাবি ‥ সদর দরজায় চাবি…

রস। মানু একটু up to date হও।

[রসরাজ ও মানুর চিৎকারের মধ্যে পর্দা নামিল।]

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ।

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

মানবের কক্ষ।

[টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। ফ্লোরা চা পান করিতেছে]
[দিলীপ ও লীণার প্রবেশ। দিলীপ সাহেবী পোষাক পরিহিত]

দিলীপ। নমস্কার mrs. ঝর্ণা দেবী। আপনি কাল হঠাৎ ও ভাবে চলে এলেন দেখে আমি ভেবেছিলাম, আপনি হয়ত রাগ করেছেন।

ফ্লোরা। বসুন,... ব'স বোন। না না আমি রাগ করবো কেন? আপনি আমাদের অন্নদাতা। আপনার কাছে আমরা চির কৃতজ্ঞ।

দিলীপ। আপনাকে ঠাট্টা করবার অধিকার নিশ্চয়ই এতদিন আমার হয়েছে? লীণা যখন আপনাকে দিদি বলে, তখন আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি হয়... হা হা হা। যাক অশ্লীল ভাষা আর প্রয়োগ করবো না। (লীণাকে) কি তুমি বল না আমার হয়ে একটু... হা হা হা...

লীণা। বেশ তো মধুর সম্বন্ধ পাতিয়ে কথা হচ্ছে। আমি আর তার মধ্যে কথা বলি কেন?

দিলীপ। আমাদের এই মধুর সম্বন্ধ এতো শুধু তোমার জন্যই লীণা? তুমি হ'চ্ছ আমাদের দুজনের gum আঠা আর কি... সম্বন্ধ জুড়ে দিয়েছ... হা হা হা। (বক্র হাসি)

ফ্লোরা। (প্রসঙ্গ ঘুরাইবার জন্য) ওঁর আজ আসতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

লীণা। দিদির বুঝি পৃথিবী অন্ধকার লাগছে ? নতুন চাকরীতে ঢুকেছেন, বোধ হয় ওপরয়াওলাব মন রক্ষার জন্যে একটু বেশী করে কাজ করে দিচ্ছেন।

ফ্লোরা। না না উনিতো বাঙালী বা মাবোয়ারী অপিসে কাজ করেন না। European firm এ কাজ করেন। সেখানে ঘড়ি ঘণ্টা নিয়ে কারবার।

দিলীপ। আপনার চিন্তিত হবার মত দেরী এখন ও হয়নি। মানস বাবু লোকটী যেন কেমন! আমি আজও তাঁকে বুঝে উঠতে পারি নি!

লীণা। আমার কিন্তু ওঁকে খুব ভাল লাগে। মাটীর মানুষ বল্লেও চলে। দিদির কপালটা কিন্তু খুব ভাল।

দিলীপ। আর তোমার বুঝি পোড়া কপাল ? মানস বাবুকে বেশী ভাল লাগা ভাল নয়। তোমার যত বেশী মানস বাবুকে ভাল লাগবে আমারও ঠিক ততখানি mrs. ঝর্ণা দেবীকে ভাল লাগবে। কি বলেন··· হা হা হা। (বক্র হাঁসি)

[ফ্লোরা লজ্জা পাইল]

লীণা। তোমার মুখে কিছু আটকায় না!

দিলীপ। মুখে আটকাবে কেন ? আমাদের সম্বন্ধটা কি ? আপনিই বলুন না mrs. ঝর্ণা দেবী··· হা হা হা।

ফ্লোরা। আজকে এত দেরী হচ্ছে কেন ? অনেক আগেই ছুটীর কথা।

দিলীপ। আপনার আর ঠাট্টা ভাল লাগবে কেন? আপনার মন পড়ে আছে আপিসের ধারে। আপনার স্বামীর কি হারিয়ে যাবার ভয় আছে?

লীনা। তা আছে বৈকী। মেয়ে ধরা যেমন থাকে তেমনি ছেলে ধরাও তো আছে।

দিলীপ। তা ঠিক, ছেলে ধরা তো এই ঘরেই একটী আছে।

লীনা। কি আমি ছেলেধরা? কটা ছেলে আমি ধ'রেছি?

দিলীপ। না ধরনি তবে ধরবার চেষ্টায় আছ। যদি ধর তাহলে mrs.. ঝার্ণা দেবী আস্ত রাখবেন না। আমি অবশ্য কিছু বলবো না, তখন আমিও যে একজনের কাছে ধরা দিয়ে দেব... হা হা হা... (ফ্লোরার দিকে বক্র দৃষ্টি)

লীনা। বেশতো এক্ষুনি ধরা দাওনা।

দিলীপ। তা ধরা আমি এই মুহূর্ত্তেই দিতে পারি। কি বলেন mrs. ঝার্ণা দেবী? বলুন চুপ করে আছেন কেন?

[স্যুট পরিহিত মানবের প্রবেশ]

মানব। Hallow good evening every body, I am too late. আজ সাহেব ছাড়লো না। তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে তবে ছাড়লে। Bossটী কপালগুণে মন্দ পাওয়া যায় নি। হাজার হলেও ত সাহেব বাচ্চা। officeএর ছুটির পর একেবারে my dear friend.

দিলীপ। দেখুন ঝার্ণা দেবী! আমার সন্দেহ তাহলে মিথ্যা না। একেবারে মেয়ের সঙ্গে আলাপ! mrs. ঝার্ণা দেবী কিন্তু আপনার উপর মনে মনে খুব চটেছেন।

ফ্লোরা। মোটেই না। চটবো কেন? তবে হ্যাঁ একটু চিন্তিত হয়ে পরেছিলাম।

মানব। Oh my God চিন্তার কি আছে?

দিলীপ। মেমসাহেব ছেলেধরার চিন্তা আর কি··· হা হা হা।

মানব। (হাঁসিয়া) ওহো! আরে মশাই wood peckerকে নিয়ে গিয়ে কিসের খাঁচায় রাখবে?

লীনা। মানস বাবু উড পেকার কি?

মানস। ও একরকম পাখী। যাকে বাংলায় বলে কাঠ ঠোকরা। আপনারা কলকাতায় থেকে ওসব পাখী কোত্থেকে দেখবেন? কাঠ ঠোকরার ঠোঁট খুব শক্ত। ওরা ঠোঁট দিয়ে বড় বড় গাছ ফুটো করে। ঠোঁটে ভয়ানক জোর। ও খাঁচায় রাখা যায় না।

ফ্লোরা। তুমি তো বেশ বলছো? Radio broadcasting officeএ তোমার চাকরী হলে ভাল হত।

দিলীপ। হ্যাঁ মানস বাবুর সঙ্গে প্রথম যখন আলাপ হয় উনি বেশী কথা বলতে পারতেন না। আজকাল ঠিক উল্টো, ভয়ানক স্মার্ট।

ফ্লোরা। হ্যাঁ unemployed থাকার জন্য ওঁর কিছু ভাল লাগতো না।

দিলীপ। umemployed ছিলাম মানে? I was always employed at your service কই চা কই?

ফ্লোরা। চায়ের জলতো ready. তিনবার শুকিয়ে গেল। আচ্ছা please একটু wait কর নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

মানব। দেখুন মিসেস লীনা দেবী, সেকালে আর একালে কত তফাৎ!

লীনা। কেন সে সেকালে তো চাই ছিল না!

মানব। না সে কথা বলছিনা। সেকালে স্বামী বাড়ী এলে জলের অভাব প'রে যেত।

লীনা। কেন?

মানব। স্বামীর পা ধোয়াতে।

[ফ্লোরার চা লইয়া প্রবেশ]

ফ্লোরা। কি আমার নিন্দে হচ্ছে?

লীনা। মানস বাবু বাড়ী এলে তুমি পা ধুইয়ে দাওনা দিদি?

মানব। Excuse me আমি তা বলিনি। আমি বলেছি সেকালের কথা। স্বামী এলে পা ধোয়াতে সমস্ত জল খরচ হয়ে যেত।

ফ্লোরা। সেকালের স্বামীরা খালি পায়ে বেড়াত' কাজেই এক হাঁটু কাদা ধোয়াতে জলের টান পরা স্বাভাবিক।

[সকলে হাঁসিল]

আজকাল জুতো মোজার যুগ, metal road, মোটর car, পা ধোয়াবার দরকার হয় না।

[সকলে হাঁসিল]

মানব। তা না, সত্যি কথা কি জানেন? জুতো মোজায় ঘামে পায়ে বড় গন্ধ হয়। আর বাস্তবিক গন্ধটা untolerable, পা ধোয়াতে গিয়ে আজকালকার স্ত্রীরা হয়তো, পায়ের

ওপর একরাশ বমিই করে দেবে। কাজেই ও পা ধোয়ান উঠে যাওয়ায় স্বামী স্ত্রী উভয়েই safe.

[সকলে হাঁসিল]

দিলীপ। আপনার গবেষনাটা বেশ! তা মেমসাহেবের সঙ্গে যখন আলাপ করছেন তখন অনেক কিছু গবেষনাই আপনাকে করতে হবে বৈকী! দেখবেন পিছলে পরে গিয়ে একটা accident করবেন না! mrs. ঝার্ণা দেবীর ওইটাই ভয়··· হা হা হা।

(ফ্লোরা বিরক্ত বোধ করিল)

ঐ দেখুন mrs. ঝার্ণা দেবীর মুখখানা। উনি আপনাব উপর খুব বিরক্ত হয়েছেন।

ফ্লোরা। না না বিরক্ত হব কেন?

দিলীপ। না না বল্লে হবে কেন? তবে হ্যাঁ মানস বাবু আপনি যদি accident করে বসেন, তাহলে mrs. ঝার্ণা দেবীও accident করে বসবেন। আর একটু হলে হয় তো করেই বসছেন···হা হা হা···আচ্ছা আপনারা এখন accidentএর গল্প করুণ আমরা উঠি।

লীনা। মানস বাবুকে নিয়ে কাল বিকেলে একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে দিদি, তোমাদের চায়ের নেমতন্ন থাকলো। মানস বাবু, কালকে যদি না যান তো খুবই দুঃখিত হব। দিদি তোমার উপর নিয়ে যাওয়ার ভার থাকলো!

দিলীপ। হ্যাঁ যাবেন অবশ্য যদি মেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে যেতে না হয়··· হা হা হা—

মানব। দিলীপ বাবু বড়লোক হতে পারেন কিন্তু ওর কথা বার্ত্তা গুলো আমার মোটেই ভাল লাগে না। তুমি আর গানের টুইসনি কবতে পাবে না। এইখানেই লীনাকে গান শেখাবে, তাব জন্য মাইনে নেওয়ার দরকার নেই।

ফ্লোরা। তুমি যা বলবে তাই হবে মানবদা।

মানব। জান ফ্লোরা আজ আপিস থেকে ফিরতে এত দেরী হল কেন?

ফ্লোরা। সত্যি এত দেরী কবো কেন?

মানব। মেম সাহেবের সঙ্গে আলাপ কথাটা মিথ্যে। ট্রামে আসবার সময় দূরে দেখলাম একটা ভিখাবীর সঙ্গে বাবার মত একটা লোক। ভিখারীটা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বাবার মতই তিলক চন্দনে আঁকা তার দেহ। অতি কষ্টেই চলেছে। তার হাবভাবে মনে হচ্ছে সে যেন চারিদিকে কি খুঁজছে। ভিখারীটা একরকম তাকে জোর করেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ট্রাম থেকে দূরে এ দৃশ্যটা যখন দেখলাম তখন চোখটা আমার জলে ভরে গেল। হটাৎ বাবা বলে চিৎকার করে ট্রাম থেকে লাফাতে গেছি এমন সময় কতকগুলো লোক আমাকে চেপে ধরলে।

ফ্লোরা। কি সর্ব্বনাশ, তারপর!

মানব। তারপর তারা চলন্ত ট্রাম থেকে কিছুতেই নামতে দিলে না। জানিনা আমাকে তারা কি ভেবেছিল, পরের ষ্টপেজে ট্রাম থামতেই আমি দিগ্বীদিক জ্ঞান শূণ্য হয়ে ছুটলাম। ট্রামের লোক, রাস্তার লোক, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকলো! আমি পাগলের মত ছুটেছি, পায়ের নীচে পৃথিবীটা ছিল কি ছিল না জানিনা! কিন্তু কই বাবাকে তো পেলাম না! কত ঘুরেছি এ গলি সে গলি, আর তাদের দেখতে পেলাম না। দারুণ সংসয় ও বিষ্ময় নিয়ে ফিরে এলাম!

ফ্লোরা। তুমি ভুল করেছিলে মানবদা। পৃথিবীতে একরকমের দুটো মানুষ থাকাটায় বিষ্ময়ের কিছু নেই।

মানব। বিস্ময়ের কিছু নেই ঠিক কিন্তু আমার বাবাকে আমি জানি, তিনি এ ভাবে যে কলকাতায় আসতে পারেন তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

মানব। বিস্ময়ের কিছু নেই ঠিক কিন্তু আমার বাবাকে আমি জানি তিনি এ ভাবে যে কলকাতায় আসতে পারেন তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই।

ফ্লোরা। তুমি ভুল করেছিলে মানবদা! উঃ আজ তোমার কত বড় বিপদ গেছে বলত?

[পদ্মের প্রবেশ]

পদ্ম। এই যে বাছা আমি তো কিছুই তোমাদের বলি না। আবার না বল্লেও পারি না।

মানব। কেন কি হল পিসী ?

পদ্ম। পিসী বলতে তো অজ্ঞান হও! এতদিন তোমার চাকরী ছিলনা ভালই ছিল। তুমি বাড়ীতে থাকনা…

মানব। অথচ না থাকা সত্ত্বেও পুরুষ মানুষের এত আমদানী কেন হয়…… এই কথা বলবে তো ?

পদ্ম। হ্যাঁ তা বলবোই তো। তুমি মেয়ে মানুষ, একটা ভদ্র ঘরের বৌ তুমি, তোমার একটু লজ্জা সঙ্কোচ না থাকা কি ভাল ? সারাদিন কেউ না কেউ আসছেই। আজ সারা দুপুর, তুমি তো আপিসে ছিলে, হৈচৈ এ কান পাতা যাচ্ছিল না। মেরো মিন্সে দুটো যখন তখন আসে কেন ? গান শোনবার নামে অনেক কিছুই করে নিলে!

ফ্লোরা। পিসী তুমি এসব কি বলছো ? আমি তো ভাল বুঝতে পারছিনা!

পদ্ম। বুঝতে তুমি না পারলে বাছা কি হবে ? আমি সব বুঝি। আমারও এককলে যৈবন ছিল। আজও যে একটু একটু নেই তা নয়। তুমি যদি বুঝতে না চাও তোমার স্বামীই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

মানব। পিসী, আমার বৌ কি করে না করে, চোখে না দেখলেও আমি সব জানি।

পদ্ম। তা আর জানবে না ? এ'তল্লাটে এ কথা কে না জানে ? জেনেও এসব হতে দিচ্ছ ? আমার উনি যদি হ'তেন তো জ্যান্ত চামড়া খুলে ফেলতেন। তুমি বা কি রকম পুরুষ

মানুষ ? হ্যাঁ বলবোই তো, তা না হলে বসে বসে স্বামী হয়ে স্ত্রীর রোজগার কেউ খেতে পারে ?

মানব। (চীৎকার ও রাগ) মুখ সাবধান করে কথা বলবে। তোমার যা খুসী তাই বলবে ? তোমার এতদূর সাহস ? আমার স্ত্রী কি করছে না করছে, আমি কি করছি না করছি, কি অধিকার আছে তোমার আলোচনা করবার ? তোমার সঙ্গে ভাড়ার সম্বন্ধ, ভাড়া নেবে চলে যাবে। আমি সাবধান করে দিচ্ছি কোন দিনও যদি আমার স্ত্রী সম্বন্ধে খারাপ কথা বলো, বা এ ঘরে এসো, উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দেব।

পদ্ম। কি যত বড় মুখ না তত বড় কথা ! আমার বাড়ীতে থেকে আমাকেই চোখ রাঙান ? আজই আমার বাড়ী থেকে বেরো ...... বেরো অলপ্পেয়েরা।

ক্লোরা। কার ক্ষমতা এখান থেকে বেড় করে ? ষোল আনা ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছি, এক মাসের ভাড়া আগাম দেওয়া আছে, ওঠাতে গেলে পনর দিন আগে নোটিশ চাই তাতে যদি আমাদের অসুবিধা হয় উঠবো না। তুমি নালিশ করে আমাদের উঠিও।

পদ্ম। ওরে আমার কেরে ? জজ সাহেব এলেন আমাকে আইন শেখাতে ? এটা কারও বাবার বাড়ী ? কিছু বলি না তাই আস্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে ? মাগী মিন্সেকে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে তারাব তবে আমার নাম পদ্মরানী।

মানব। (চীৎকার) বেড়িয়ে যাও এখান থেকে। যাবে কিনা বল নইলে এক্ষুনী গলায় হাত দিয়ে বের করে দেব।

[ফ্লোরা মানবকে আটকাইল]

পদ্ম। কি মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিবি মিন্সে ? [কাঁদিয়া] দাঁড়া আজ উনি আসুন তারপর তোদের মজা দেখাচ্ছি। আমি যদি তোদেরকে ফাটক না খাটাই আমার নাম পদ্ম রাণীই না। আমার বাড়ীতে থেকে আমারই গলায় হাত ? উনি আসুন, তারপর আমি তোদেরকে ফাটক খাটাব···খাটাব···খাটাব··· এই তিন সত্যি করে গেলাম।

[বেগে প্রস্থান]

মানব। নাঃ আজই এক্ষুনী একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখতে হচ্ছে। এখানে আর থাকা চলে না।

ফ্লোরা। উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ !

মানব। চল। ভগবান এদের গোঁপ দেয়না কেন ?

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য।

রাজপথ

[গান গাহিতে গাহিতে ভিখারীর প্রবেশ সঙ্গে মুরলী দাস]

[ভিখারীর গান]

ভাবিস নারে বন্ধু আমার
এসব লীলা খেলছে হরি,
সব হারিয়ে রইল যেটা
সেটাই রে তোর আসল কড়ি।
হারিয়ে যাওয়া সুদিন রে তোর,
দুঃখ পাওয়ার এই তো রে ভোর,
তুফান যখন উঠবে জোরে,
শেষ কড়িটা রাখিস ধরে,
পার করে সে নেবে নিঠুর
তোর ঝঞ্ঝাবায়ে ভাঙা তরী॥

ভিখারী। তোর খুব বিপদ সত্যি। তোর ঝুলিটা হারিয়ে গেল বলে খুব কষ্ট হচ্ছে না?

মুরলী। ওর মধ্যেই আমার সর্ব্বস্ব ছিল। সঙ্গে একটা আধলাও এখন নেই। এ জন সমুদ্রের মধ্যে আমি বড় একা।

ভিখারী। সব হারিয়ে আবার যখন বন্ধুর কাছে এসেছিস, আমি তোকে অনাহারে মরতে দেব কেন ভাই ?

মুরলী। বন্ধু, শত জন্মের মহা পুণ্যফলে, আমি তোমাকে পেয়েছি এই বিপদের দিনে! সামান্য ভিখারী যে মানুষের এত উপকার করতে পারে এ ধারণা অনেকের নেই, আমারও ছিল না! বন্ধু কৃতজ্ঞতা জানাবার আমার ভাষা নেই। কি দিয়ে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব, আমি আজ বড় সহায় সম্বলহীন। খোকার দৌলতে আমি রাজ সিংহাসনে বসবার আশা করেছিলাম, তাই অন্তরীক্ষ হতে দেবতারা বিদ্রূপ করে বলছে, ভ্রান্ত, তুই মূর্খ, যে পরের উপর আশা করে থাকে, তার উপযুক্ত শাস্তি প্রসস্থ রাজপথে, হা অন্ন, হা পুত্র করে বেড়ান!

ভিখারী। বিলাপ করে কি হবে বন্ধু

(সুরে) " কা তব কান্তা কস্তে পুত্র
সংসারোয়ম অতিব বিচিত্র
নলিনীদলগত জলমতি তরলম
তৎবৎ জীবনং অতিশয় চপলং ॥ "

চল, আজ দরিদ্র ভিখারী অতিথি সৎকার করে ধন্য হোক, ভয় কি বন্ধু ?

মুরলী। না বন্ধু আমি তোমার রক্তজল-করা···অতি কষ্টের··· লাঞ্ছনা গঞ্জনায় ভিক্ষালব্ধ অন্ন কি করে, সুস্থ সবল হয়ে গ্রহণ করবো ?

ভিখারী। বেশ তুমিও আমার সঙ্গে ভিক্ষা কর!

মুরলী। ভিক্ষা করবো, কার জন্য বন্ধু? (কাষ্ঠ হাঁসি হাঁসিয়া) ভুল ভুল, না আমার আর ভিক্ষার প্রয়োজন নেই! এতদিন ভিক্ষা করেই খোকাকে মানুষ করেছি, লোকে হাঁসি মুখে আমাকে দিয়েছে! কিন্তু আজ যদি আমি ভিক্ষা করি, তা হলে, ভিক্ষা না করতেই যে ভিক্ষা আমি পেয়েছি (কপাল দেখাইল), আবার এই হৃদয়হীনের দেশে সেই ভিক্ষাই পাব! কপালে অনুগ্রহের ভিক্ষা চিহ্ন অক্ষয় হয়ে আছে! আমি এমনি করেই চলবো, এমনি করেই তিলে তিলে মরবো। এ দেহের উপর আর আমার কোন মায়া নেই বন্ধু, কোন মায়া নেই (কাঁদিল)

(নেপথ্যে কে ডাকিল "বাবা")

(উচ্ছসিত ভাবে চিৎকার করিয়া) খোকা, খোকা? খোকা আমাকে ডাকছে! কোথায় বাবা, কোথায় তুই? এই যে আমি এখানে। আয় আয়!

ভিখারী। বন্ধু তুমি কি শেষ পাগল হয়ে যাবে? কোথায় কে তোমার খোকা? ঐতো ছেলেটি তার বাপের সঙ্গে চলে গেল তোমার ছেলে হবে কেন?

মুরলী। তাইতো ওতো আমার খোকা নয়! আজ বাপ ভুল করে নিজের ছেলেকে চিনতে পারছে না, ছেলেও বাপকে চিনতে পারছে না, ভারী মজা না বন্ধু, ভারী মজা?

ভিখারী। তুমি ভুল বকছো বন্ধু!

মুরলী। হ্যাঁ আমি ভুল বকছি, না আর ভুল বকবো না।

[বৈজনাথ ও চুণীর প্রবেশ]

বৈজ। আরে মাণিক জোর জুটিয়েছ দেখতেছি! আরে চুণী এতো সেহি আছে! কি বাবা চৈতন্যদেব, এতো দিনেও ছেইলাব ঠিকানা না মিলিয়েছে?

মুরলী। না না মশাই এখনও ঠিকানা পাইনি।

বৈজ। তোমাকে ঠিকানা দিইয়েছিলাম, দেখা করনি কেন?

চুণী। মেলা পয়সা হইয়েছে?

মুরলী। সে ঠিকানা আমার হারিয়ে গেছে মশাই। শুধু কি ঠিকানা? আমার যথা সর্ব্বস্ব ছিল ঐ ঝুলিটার মধ্যে সেই ঝুলিটা আমার হারিয়ে গেছে। আমি আজ কপর্দ্দক হীন।

চুণী। হা হা বহুৎ আচ্ছা। আজ ফিন নূতন চাল শিখিয়েছ? আঁজ আধা পয়সা ভি না মিলবে।

[চুণী ও বৈজনাথ কানে কানে কি বলিল]

বৈজ। দেখ, ওহি বাত রাখিয়ে দিয়ে হামরা যা বলিয়েছিলাম ওহি শুনিলে তোমার ভাল হইতো।

মুরলী। কোন্ কথা আমার তো মনে নেই মশাই।

চুণী। দিনমে যো কুছু ব্যবসা করিয়ে, রাতমে হামাদের ওখানে নোকরী করিলে তোমার ভাল হইতো।

ভিখারী। দেন না, দয়া করে একটা চাকুরী করে। বন্ধু আমার বড় বিপদে পরেছে। হয়তো না খেয়েই মারা যাবে! ভিক্ষা ও করতে জানে না।

বৈজ। হামরা বলিয়েছি, হামাদের কাছে যাইলে ভাল কাম দিয়ে দেব।

চুণী। দিনকা ব্যবসামে বহুৎ বিপদ আছে। হামাদেব কাছে নোকরী ক'রলে কোন বিপদ নেহি থাকবে।

ভিখারী। বন্ধু তিলে তিলে মরার চাইতে, বা ভিক্ষা করার চাইতে এ বরং ভাল।

মুরলী। তাই ভাল, বন্ধুব উপদেশ পায়ে ঠেলবো না। আপনাদের উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। গোলামকে যে কাজ দেবেন গোলাম সেই কাজ করতে প্রস্তুত।

খোকা, আমি বেঁচেই থাকবো, পবের গোলামী করেই বেঁচে থাকবো। প্রভু এ নিশ্চয়ই তোমার আর এক খেলা! কত খেলাই খেলাবে প্রভু? যে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছি, খোকা, তোকে না নিয়ে সেখানে আব ফিরছি না! ভগবান তুমি দুঃখ না দিয়ে কিছুই দাওনা!

বৈজ। হইয়েছে, হইয়েছে। আর ভণ্ডামী ক'রতে হবে না। নোকরী তো মিলিয়ে গেল। চল চল।

মুরলী। বন্ধু বিদায় আবার দেখা হবে।

[তিন জনেব প্রস্থান]

ভিখারী। হ্যাঁ বন্ধু ভিখারীর গাছের তলা তোমার জন্য চিরদিন খোলা থাকলো।

["ভাবিস নারে বন্ধু আমার"…গানটী বন্ধুর পথের দিকে চাহিয়া গাহিয়া অপর দিক দিয়া প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

৩য় দৃশ্য।

মানবের কক্ষ।

ফ্লোরা। কলেজ থেকে যেদিন পালিয়ে আসি সেদিন সম্বল ছিল অতি সামান্য। ভেবেছিলাম অর্থের অভাবে আমাদের কত দুঃখই পেতে হবে। আজ আর অর্থের অভাব নেই, অভাব শুধু মাতৃপিতৃ স্নেহ। যাকে ভালবেসেছি সে দেবতা। তার ভালবাসার তুলনা হয় না!

[বৈজনাথ ও চুণীমলের প্রবেশ]

উভয়ে। রাম রাম mrs. ঝর্ণা দেবী।

ফ্লোরা। রাম রাম।

বৈজ। কি কাম করিতেছেন ?

ফ্লোরা। কাজ তো এখন কিছুই নেই। আজ তো সেই নতুন ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।

চুণী। হাঁ হাঁ ওহি ফিলাট বহুৎ ভালো আছে। ঐখানে ভাল থাকিয়ে যাবেন।

ফ্লোরা। এখানে আর থাকা চলেনা। পিসীর ব্যবহার চরমে উঠে গেছে।

বৈজ। ও মাগী ভারী বদমাস আছে। হামাদেরকে মেয়ো বলিতে শুনিয়েছি!

চুণী। এহি মাল পত্তর যাইবে না ?

ফ্লোরা। না এ সবই পিসীর দেওয়া যা দেখছেন। অবশ্য আমরা ভাড়া দিই তাব জন্য। শুনেছিলাম কোন ভাড়াটে ভাড়া দিতে পাবে নি এসব রেখে পালিয়েছে। নতুন ফ্ল্যাটে আমরা ফার্নিচার কিনেছি। আমাব স্বামী গরীব ছিলেন, ভগবানের ইচ্ছায় এখন আর কোন অভাব নেই।

বৈজ। অভাব কি জন্য আপনার থাকবে mrs. ঝর্ণা দেবী? দিলীপইতো আপকা সব অভাব মিটিয়েছে।

ফ্লোরা। হ্যাঁ আমরা তা অস্বীকার করতে পাবি না! তাঁব দান আমরা জীবনে ভুলবো না।

চুণী। ও তো আপনাকে বহুৎ সুনজরে দেখিয়েছে।

বৈজ। আপকা চেহারা দেখিয়ে ভুলিয়ে গিয়েছে।

চুণী। হামরা ভি ভুলিয়ে যাই, দিলীপ তো বাঙালী আছে।

ফ্লোরা। কেন? - চেহাবা কি আমার খুব সুন্দর?

বৈজ। বড়িহা চমৎকার আছে mrs. ঝর্ণা দেবী, মনে কুছু করবেন না।

ফ্লোরা। তাই বুঝি সময় অসময় যখন খুসী একবার দেখে যান?

চুণী। হামাদের দেখা করিয়ে কোন লাভ নেহি আছে। এতদিন হাঁটাহাঁটি করিয়ে লাভতো কুছু হইল না mrs. ঝর্ণা দেবী.?

ফ্লোরা। আপনারা ব্যবসাদার মানুষ তাই সব সময় লাভ লোকসান খুঁজে খুঁজে বেড়ান? না?

বৈজ। যা বলিয়েছেন। হামরা ব্যবসামে চিরকাল লাভ খাইয়ে আসিয়েছি, লেকিন আপনার কাছে আসিয়ে হামরা লোকসান খাইয়ে গেলাম।

চুণী। দিলীপ বহুৎ লাভ খাইয়ে গেল।

ফ্লোরা। আপনারা বুঝি সব মেয়েছেলের ব্যবসা করেন ?

বৈজ ও চুণী। রাম রাম

বৈজ। এ আপনি আপনি কি বলিতেছেন mrs. ঝর্ণা দেবী ? মেইয়া লোককা ব্যবসা হামরা কেন করতে যাবে ?

ফ্লোরা। সত্যি কলকাতার চালের একটা গুণ আছে, না বৈজনাথ বাবু, চুণীমল বাবু ? এখানকার চাল যারাই খায় তারাই চালীয়াত হয়ে যায় ?

চুণী। ঠিক বলিয়েছেন, চাল হইতে চালায়াত।

বৈজ। চাল খাইয়ে চালাক হইবে না তো কি দহি বড়া খাইয়ে চালাক হইবে mrs. ঝর্ণা দেবী ?

[স্যুট পরিহিত মানবের প্রবেশ]

মানব। এই যে চুনীমল বাবু, বৈজনাথ বাবু !

উভয়ে। রামরাম মানস বাবু।

মানব। আরে রামরাম মশাই এতকাল কলকাতায় আছেন, রামরাম ছারতে পারলেন না ? এতক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হচ্ছিল জানতে পারি কি ?

ফ্লোরা। ওঁরা ব্যবসাদার মানুষ সব সময়ই ব্যবসা নিয়ে থাকেন। তাই ব্যবসার কথা বলছিলেন। কার কতখানি লাভ হল, লোকসান হল, এই সব।

মানব। যুদ্ধের বাজারে লোকসান দেবেন কি মশাই ?

বৈজ। ব্যবসামে তো বহুৎ লাভ্র হইয়েছে মানস বাবু !

ফ্লোরা। কেন? এক্ষুণী বল্লেন লোকসান হয়ে গেছে। দিলীপ বাবু লাভ খেয়ে গেলেন।

চুনী। হা হা হা...আপনি ওহি লাভ বলিতেছেন? হাঁ হাঁ ওহি ধারসে কুছু লোকসান হইয়েছে।

মানব। কোন ধার দিয়ে? আমি কিছুই যে বুঝতে পারলাম না মশাই?

বৈজ। আপনি বুঝতে পারবেন না মানস বাবু, mrs ঝর্ণা দেবা ঠিক বুঝিয়েছেন...হা হা হা।

ফ্লোরা। লাভ বুঝতে পারবেন না কেন? লাভ আমরা দুজনে ভালই বুঝি। উনিতো আর দহি বড়া খান না। এঁরা বলছেন, দিলীপ বাবু এতদিন এখানে যাতায়াত করে লাভ করে গেলেন। এঁরা লাভের ভাগ পান নি যদিও তিন জনে business partners.

[উভয়েপালাইলে বাঁচে, দাঁড়াইল।]

বৈজ। আচ্ছা আচ্ছা আজ হামরা উঠি।

মানব। আহাহা উঠছেন কেন বসুন না?

উভয়ে। না না বহুৎ কাম আছে—

[বলিতে বলিতে উভয়ে পালাইল।]

মানব। আরে শুনুন শুনুন মশাই। হা হা হা।

ফ্লোরা। আর শুনেছে! কি ভয়ানক লোক এরা! এদের ব্যবহারে প্রথমে কোন সন্দেহই ছিল না, আজ আর মুখোস ঠিক রাখতে পারে নি।

মানব। দিলীপ বাবু কেমন লোক তাই বা কে জানে! এ মেড়ো দুটোকে প্রথম থেকেই আমার ভাল লাগতো না...যাক বাজে কথা। এখানকাব ঠিকানা দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা তো আজই চলে যাচ্ছি!

ফ্লোরা। নতুন ঠিকানায় গিয়ে না হয় আবার চিঠি দেওয়া যাবে।

মানব। এখন যেন কেমন একটা hopefull, hopefull ভাব মনে হচ্ছে! না ফ্লোরা?

[উভয়ে হাঁসিল]

ফ্লোরা। হ্যাঁ আমারও! তাঁরা চিঠি পেয়েই দেখবে ছুটে আসবেন। এতদিন বোধহয় আমাদের উপর আর রাগ নেই।

মানব। আবার যখন আমাদের পুনর্ম্মিলন হবে তখন ঝর্ণা নেমে আসবে কোথায় বলতো ফ্লোরা?

ফ্লোরা। ঝর্ণা মিশবে নদীতে।

মানব। মোটেই না! ঝর্ণা মিশবে (নিজেকে দেখাইয়া) এই মানসে, জানতো মানসে চিরকাল পদ্ম ফুটে থাকে? ঝর্ণা আর মানসে একসঙ্গে মিলন হলে আবার মানব আর ফ্লোরার পুনর্জ্জন্ম হবে।

[উভয়ে খুব হাঁসিল]

[লীনা ও দিলীপের এমন সময় প্রবেশ]

লীণা। একলা ঘরে দুজনে খুব হাঁসা হাঁসি হচ্ছে?

ফ্লোরা। হাঁসির কথা হলেই হাঁসতে হয় বোন।

দিলীপ। মানস বাবু আপনাকে খুব হাঁসাচ্ছেন? মানস বাবু

আপনাকে কিন্তু মেম সাহেব না বানিয়ে ছারবেন না··· হা হা হা।

মানব। মানস বাবু মেম সাহেব বানান বা না বানান বৈজনাথ বাবু আর চুণীমল বাবু already মেম সাহেব বানিয়ে ছেরেছেন।

লাণা। কেন, তাঁদের কথা বলছেন কেন ?

মানব। এঁকেই জিজ্ঞাসা করুণ।

ফ্লোরা। ওঁরা তো আমার এখানে আসবার সময়ই পান না। অথচ ফাঁক পেলে দিনের মধ্যে কতবার যে আসেন তার ঠিক নেই। আজ একটু আগে আবোল তাবোল কত কি যে বলে গেলেন, যাব ম:নেই বোঝা দায়।

দিলীপ। কেন ওরা আপনাকে কিছু বলেছে নাকি ?

ফ্লোরা। না কিছুই বলেননি অথচ বলতেও কিছুই বাকী রাখেননি। এখানে যাতায়াত করে ওঁরা দুজনে খুব লোকসান খেয়ে গেলেন, আর আপনি যদিও অংশীদার তবু এখানে যাতায়াত করে একাই লাভ খেলেন, অথচ অংশীদারদেরকে ভাগ দিলেন না।

দিলীপ। এখানে ব্যবসাই বা কি আর লাভ লোকসানই বা কি ? ব্যাপারটা খুলেই বলুন না ?

মানব। আরে L···O···V···E জানেন না মশাই ? তবে আর কি জানেন ? আরও খুলে বলতে হবে ?

দিলীপ। না না বুঝেছি ! একি রকম কথা ? চুণীমল বৈজনাথ এই রকম কথা বলেছে। তারাতো এরকম প্রকৃতির না।

লীণা। দিদি কি আর মিথ্যা কথা বলছেন ?

দিলীপ। না না মিথ্যা কথা কেন বলবেন, খুবই অন্যায় কথা। আচ্ছা তুমিই বলনা তোমার সঙ্গে এতদিন মিশছে, এ রকম প্রকৃতির তুমি তো কোন দিন অভিযোগ করনি! তবে হঠাৎ কি রকম... আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না! আহা তুমি একটু বল না!

লীণা। মারোয়াড়ী মানুষ, কি বলতে কি বলেছে। বুদ্ধি শুদ্ধি কম।

দিলীপ। কম মানে ? নেই...একেবারে নেই।

ফ্লোরা। বুদ্ধি শুদ্ধি ভালই আছে। বলার কায়দাও ভাল। বাংলা দেশের চালের গুণে ভালই শিখেছেন।

দিলীপ। আচ্ছা এখন ওদের কথা থাক যদি ব'লে থাকে তা হলে ক্ষমা চাইতে হবে। একি অন্যায় কথা!

ফ্লোরা। না না এসব ব্যাপার নিয়ে আর বেশী মাখামাখি ভাল নয়। এক্ষুণী তো আমরা রওনা হব।

লীণা। দিদি নতুন জায়গায় যাবার আগে, একটা এখানে শেষ গান গেয়ে যাও। তোমার গান শুনবার জন্যই এসেছি।

দিলীপ। হ্যাঁ ওদের কথা এখন ভুলে যান, আমি সব ঠিক করে দেব। একটা গান করুণ mrs ঝর্ণা দেবী, মানস বাবু ?

মানব। হ্যাঁ হ্যাঁ।

ফ্লোরা। সকলের কথা ঠেলতে পার্ব্বি কিন্তু তোর কথা ঠেলতে পারি না বোন!

দিলীপ। আর আমার কথা ?… হা হা হা ?

ফ্লোরা। হ্যাঁ আপনার কথা ও

[ফ্লোরার গান]

আধ ফোটা কুসুম কলি
আমার গানের সুরে
তোমার স্বপন-ভোরে
উঠিবে কি দোদুল দুলি ?
ফুটীলে সে ফুল
ভ্রমরা আকুল
মরণ প্রেমিক হয়ে নাচে,
সে যে নাচে,
দোঁহে জাগি যেওনা চলি ॥

দিলীপ। ওঃ আপনার গানে যেন প্রাণ ঢালা। সত্যি লীণাকে যদি আবার আপনি গান শেখাতেন ? আচ্ছা গান শেখান ছারলে কি, বাড়ী যাওয়াও ছারতে হয় mrs. ঝর্ণা দেবী ?

ফ্লোরা। না যাওয়ার কারণ আমি নিজেই খুঁজে পাই না।

লীণা। না দিদি আমাদের ওখানে যাওয়া ছারলে চলবে না।

দিলীপ। আমি বেশী অনুরোধ করলে মানস বাবু আবার মনে কিছু করতে পারেন… হা হা হা।

মানব। না না আমি কিছুই মঁনে করি না।

দিলীপ। আপনি মনে করলেই mrs. ঝর্ণা দেবী তা শুনবেন কেন ?

লীণাকে তো আমি অবাধ অধিকার দিয়েছি। বাস্তবিক মেয়েদেরকে যদি আমরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতা করে রাখি তাদের বিদ্রোহ করাটা স্বাভাবিক এবং সেটা মোটেই অন্যায় না। তারা পাঁচ রকম না দেখলে শিখবে কি করে!

মানব। হ্যাঁ দেখে শেখা একশোবার ভাল কিন্তু ঠেকে শেখা মোটেই ভাল নয় বিশেষতঃ হিন্দু ঘরের মেয়েদের।

লীণা। এখন আর ওসব আলোচনা করে লাভ নেই। চল আমরা উঠি। দিদিরা আবার এক্ষুনি যাওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। আর বেশী বিরক্ত করা ঠিক নয়।

দিলীপ। মানস বাবু বিরক্ত হলেও mrs. ঝর্ণা দেবী মোটেই বিরক্ত হচ্ছেন না, কি বলেন... হা হা হা। ও আপনি বুঝি বৈজনাথ চুণীমলের কথা ভাবছেন? কিছু ভাববেন না আমি কালই সব জল... মানে একেবারে distilled water করে ছেড়ে দেব।

ফ্লোরা। না না ওসব কথা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়।

মানব। আর লাভই বা কি আছে?

লীণা। হ্যাঁ হ্যাঁ আর ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। তা'হলে দিদি তোমরা যাওয়ার বন্দোবস্ত কর। নমস্কার মানস বাবু।

মানব। নমস্কার।

[উভয়ের প্রস্থান]

এদের সংশ্রব আর ভাল লাগে না। যাক পিসি কোথায়? তার ঘরে তালা লাগান দেখলাম।

ফ্লোরা। সে যেন কাকে বলছিল কালীবাড়ী পূজো দিতে যাচ্ছে।

মানব। আমরা চলে যাচ্ছি বলে নাকি ?

ফ্লোরা। তা বিশ্বেস নেই। চল আমাদের রওনা হওয়া যাক।

মানব। রওনা হবার আগে কিন্তু পিসির ওপর একটা noble revenge নিতে হবে।

ফ্লোরা। কি noble revenge নেবে ?

মানব। আমি যা বলি তাই কর। আলোটা নিভিয়ে দাও

[ফ্লোরা স্থইচে হাত দিতেই সমস্ত ষ্টেজটী অন্ধকার হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সবুজ আলো জ্বলিতেই দেখা গেল দুইটী পাশ বালিসকে চাদরে জরাইয়া, মানুষের গলায় দড়ি দিয়া মরিলে যেরূপ ঝোলে, সেইরূপে ঝুলিতেছে। দেখিয়া দর্শকগণও যেন মনে করেন, বোধহয় মানব ও ফ্লোরা গলায় দড়ি দিয়াছে। বালিসের মনুষ্যাকৃতি দুইটী কক্ষের মধ্যস্থলে শূন্য হইতে ঝুলিতেছে। পূর্ব্ব হইতেই ইহা ঠিক করিয়া রাখা প্রয়োজন]

নেপথ্যে পদ্ম। মাগী মিন্সেরা চলে গেল নাকি

[পদ্মের প্রবেশ, মনুষ্যাকৃতি দেখিয়াই ভীষণ ভীত হইয়া চিৎকার]

ওমা 'গলায় দড়ি। কে কোথায় আছ গলায় দড়ি ··

[চিৎকার করিতে করিতে প্রস্থান।

[রসরাজ, মানু, চিন্তামণি, গোরখ সিং ও রতনের প্রবেশ]

সকলেই। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

চিন্তা। প্রভু জগন্নাথ, প্রভু জগন্নাথ।

[ঘরের মধ্যে সকলেই ছোটা ছুটী করিতেছে]

মানু। ফুলু আমার গলায় দড়ি দিয়েছে ? মাগো···

(চেয়ারে বসিয়া অজ্ঞান)

বস। কেটে নামাও, কেটে নামাও।

(অভিভূতের ন্যায় চিৎকার)

[ইত্যবসরে রতন ছুরি দিয়া কাটিয়া নামাইয়াছে]

রতন। ভয় নেই স্যার পাশ বালিস, পাশ বালিস!

বস। কেটে নামাও, কেটে নামাও।

রতন। স্যার পাশ বালিস।

বস। অ্যাঁ পাশ বালিশ কি? (চেতন পাইয়া) ও পাশ বালিশ! মানু মানু (ঝাঁকি দিয়া) মানু পাশ বালিশ।

মানু। পাশ বালিশ কি?

বস। পাশ বালিশ।

(রতনের হাত হইতে বালিস লইয়া)

এই যে পাশ বালিশ, কোল বালিশ

(বালিশ কোলে জড়াইয়া ধরিল)

মানু। ফুলু বেঁচে আছে?

বস। হ্যাঁ হ্যাঁ বেঁচে আছে?

মানু। জ... অ... অ... ল!

বস। জ ল জল—

পর্দ্দা পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক শেষ।

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য।

রসরাজের ড্রইংরুম, কাল—রাত্রি।

রস। রতন, রতন··· গেল কোথায় ?

[রতনের প্রবেশ]

রতন। এই যে স্যার।

রস। তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কি করছিলে এতক্ষণ ?

রতন। কি করবো ঠিক করতে না পেরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

রস। তোমাদেরকে ঘুরে বেড়াবার জন্য আমি রেখেছি ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। কি ঘুরে বেড়াবার জন্য রেখেছি ?

রতন। আজ্ঞে না স্যার, খুঁজে বেড়াবার জন্যে। খুঁজে বেড়াতে গেলেই ঘুরে বেড়াতে হবে স্যার। ও কান টানলে যেমন মাথা আসে।

রস। তবে কি খুঁজতে গেলেই ঘুরতে হবে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আর ঘুরে বেড়াতে গেলেই খুঁজে বেড়াতে হবে ?

রতন। আজ্ঞে না স্যার।

রস। তবে কান টানলে মাথা আসার মত কি করে হল ? কেবল 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার' আর 'আজ্ঞে না স্যার'।

রতন। অত বুঝলে তো স্যার উকিল হয়ে যেতাম, মহুরীগিরী করবো কেন ?

রস। থাম।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। এত খোঁজাখুঁজির পর যদি বা পাওয়া গেল তা আবার পাঁচ মিনিটের জন্য ফসকে গেল। নাও আবার খোঁজ, আবার পাও, আবার পাঁচ মিনিটের জন্য হারিয়ে যাক। এই কর, আমরা তোর চিন্তায় পাগল, আব তুই কিনা পাশ বালিশের আত্মহত্যা নিয়ে মেতে আছিস ? খোঁজ, আবার খোঁজ। যেখানে থেকে পার খুঁজে বের কর। ফসকে গেলেই হল, না ? চালাকী ? দেখ, এবার পাওয়া গেলে পাঁচ মিনিট আগেই খবর দেবে বুঝলে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার এ আর বুঝবো না, এটা তো সামান্য কথা।

রস। যাও দেরী করো না। খোঁজ…খোঁজ…খোঁজ। ফস্কায় না।

রতন। না স্যার এবার আর ফস্কাবে না। এবার খুঁজে পাওয়ার পাঁচ মিনিট আগেই খবর দেব।

[প্রস্থান]

রস। হ্যাঁ তাই দেবে। অঁ্যা… খুঁজে পাওয়ার পাঁচ মিনিট আগে খবর দেবে কি ? রতন রতন… কি বলে গেল ? নাঃ তোদের মগজে যদি বুদ্ধিই থাকবে তা হলে তো উকিল হয়ে যেতিস, মহুরীগিরী করতিস না।

[মাহুর প্রবেশ]

মান্নু। আবার সব খুঁজতে বেড়িয়েছে তো ?

রস। বেড়িয়েছে। খোঁজাইতো ওদের কাজ, ঘুরে বেড়ান কাজ নয়।

মান্নু। শুনেছ ফুলুর নাম ঝর্ণা হয়েছে আর ছেলেটীর নাম মানস।

রস। ছেলেটী কে ? ছেলে বলতে তোমার জিবে জল আসছে ? তুমি এখনও বুঝি ভাবছো, ঐ চাষার ছেলের সঙ্গে আমার ফ্লোরার বিয়ে দেব ?

মান্নু। উড়ো খই গবিন্দায় নম, আগে পাও তারপর বিয়ে।

রস। পাবনা কিরকম ? এবার পেলে আর কথা না, মেয়েটার হাত ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে আসবো (মান্নুর হাত ধরিয়া টানিল।)

মান্নু। আঃ ছাড় ছাড় কি নিষ্ঠুর তুমি ? নিজের মেয়ে পালিয়ে গেল অথচ আজ পর্য্যন্ত তোমার চোখে জল নেই। লোকের মেয়ে পালিয়ে গেলে তাদের চোখ কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়ে যেত। তোমার চোখ নয় তো মরুভূমি !

রস। তুমি কি আশীর্ব্বাদ কর আমার চোখ দুটো অন্ধ হ'য়ে যাক্ ? কি বিশ্রী তোমার কথাগুলো ? ছি ছি তুমি একটু up-to-date হ'লে না ? ফ্লোরা পালানর চাইতে এইটাই আমার বড় দুঃখ। জান যারা আমাদের মত up-to-date তারা তোমার মত ছিচকাঁদুনে হয় না ?

মান্নু। তবে পাশ বালিশের আত্মহত্যা দেখে অমন করছিলে কেন ?

রস। বাজে কথা যত সব।

মান্নু। বাজে কথা?

রস। নিশ্চয়ই—আচ্ছা তুমি তখন কি করছিলে?

মান্নু। আমি তো দেখেই অজ্ঞান।

রস। তবে তুমি দেখলে কি ক'রে, দিব্য চক্ষে?

মান্নু। উকিলের জেরা এখন থাক, এটা কাছারী ঘর হলেও কাছারী না। এত রাত্রি হ'ল কই এলো নাতো? ওর নাম পদ্মরাণী।

রস। এইখানে তুমি তাকে আসতে বলেছ? Horrible একে মা মনসা তাতে ধূনোর গন্ধ। তুমি একটু up-to-date হও মান্নু? জান তোমার মানদা নামটাকে up-to-date করতে আমাকে কত মাথা ঘামাতে হয়েছে? হাজার হাজার বই হাতরে শেষে বাইবেলের মান্নুকে মানদার মান্নুতে এনেছি। পদ্মরাণী একাই আসছে? না পদ্ম-রাজাও?

মান্নু। না একাই। তুমি যেন তাকে অপমানজনক কোন কথা ব'লো না। হাল ফ্যাসানে মেয়ে মানুষ না হ'লেও ভদ্র ঘরের বৌ'ত? আমাদের দু'খানা বাড়ীর পর তার বোনের বাড়ী।

রস। এত খবর তুমি এর মধ্যে যোগাড় করেছ? এই রকম মেলামেশা করলে—যদিও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে এসে-

ছিলাম তোমাকে—আবার তুমি একশো বছর পিছিয়ে পড়বে।

মানু। রক্ষে কর, আর আমি এগুতে পারছি না। প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। আমায় একটু বিশ্রাম দাও। ফুলুর সম্বন্ধে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবো তাও তুমি শুনতে দেবেনা ?

নেপথ্যে পদ্ম। ওমা এযে রাজবাড়ী! বৌদি কোথায় আছ গা ?

[পদ্মের প্রবেশ, রসরাজকে দেখিয়া ঘোমটা দিল, রসরাজও চট করিয়া পদ্মের দিকে পেছন ফিরিল।]

মানু। আসতে এত রাত্রি হ'ল যে ঠাকুরঝি ? বোনের বাড়ী ছেড়ে বুঝি আসতে ইচ্ছে করছিল না ?

পদ্ম। (ঘোমটার ভেতর হইতে সলজ্জভাবে) না সে জন্য না।

মানু। এত লজ্জা কিসের ঠাকুরঝি ? ওঁকে এত লজ্জা ? উনিতো তোমার দাদা। (রসরাজের প্রতি) তুমি না হয় ও ঘরে যাও ঠাকুরঝি লজ্জা পাচ্ছে।

রস। আচ্ছা বেশ বেশ।

[পদ্মের দিকে পিছন রাখিয়া প্রস্থান।]

মানু। চলে গেছেন।

পদ্ম। (ঘোমটা খুলিয়া) তা বাপু পুরুষ মানুষ দেখলে লজ্জা করে। তোমার মেয়ের মত আমি পারি না। কি প্রকাণ্ড তোমাদের বাড়ী বৌদি ? আমার ঢুকতেই ভয় করছিল। এত বড় বাড়ী খানিকটে ভাড়া দেওনা কেন ? তাও তো দুটো পয়সা আসবে ?

মানু। জানিনা ও সব তোমার দাদার বাতিক, মেলা পয়সা হয়েছে। ঠাকুরঝি তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে আমি বেঁচেছি। এতদিন পরে একটা মনের মত মানুষ পেয়েছি।

পদ্ম। তাতো বটেই। মনের মত মানুষ না পেলে কথা ক'য়ে সুখ আছে ?

মানু। এতদিন ওবা ওখানে ছিল, তাদের চলতো কেমন ক'রে ?

পদ্ম। ওমা তা জাননা ? তোমার মেয়েই তো বোজগার করে আনতো·আর জামাই রান্নাবান্না ক'রতো গা। ধন্যি জামাই পেয়েছিলে বৌদি ? এত বড় লোকের জামাই অমনি হয় ?

মানু। সবই কপালে কবে ঠাকুরঝি। আগে ত আমরা এত বড় লোক ছিলাম না, কাজেই, পয়সার অভাবে বড় ঘরে বিয়ে দিতে পারিনি।

পদ্ম। তাতো বটেই। আমাব উনিই কি আমার বিয়েতে কম পয়সা নিয়েছিলেন! বাবা আমার বিয়ে দিতে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে ছিলেন।

মানু তা যাক, জামাই তাহলে রেঁধে খাওয়াত ?

পদ্ম। ওমা খাওয়ালে তো ভালই ছিল। কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড দেখত গা, বই দেখে দেখে রান্না হয় ? রেঁধেবেড়ে হোটেলে খেয়ে আসতো। জাত বিচের পর্য্যন্ত নেই গা! আজকাল তোমার জামাই, সাহেব বাড়ীতে চাকরী পেয়ে সাহেব হ'য়ে গেছে।

মানু। ওমা তাই নাকি, চাকরী পেয়েছে ? ওগো শুনছো।

[রসরাজ দরজার কাছে আসিয়া গলা খেঁকারী দিয়া গেল।]

পদ্ম। (ঘোমটা টানিয়া) পরে' ওঁকে সব কথা বলো বৌদি।

মানু। ভেতরে এখন এস না। তারপর তোমার সঙ্গে ঝগড়া কি নিয়ে ? ভাড়া দেয়নি বুঝি ?

পদ্ম। চন্দর সূয্যি আছে মিথ্যে কথা বলবো না। অমন ভাড়াটে পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভাড়া আগাম আগাম দিয়ে দিত। দোষের মধ্যে আমি বলেছিলাম গেরস্থ ঘরের বৌ অত বেটা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা ভাল নয়। মাগো মা মেড়ো মিন্সেরা পর্য্যন্ত আসতো।

মানু। এ-তো ভাল কথাই তুমি বলেছিলে ঠাকুরঝি।

পদ্ম। তুমি বলত গা বৌদি অন্যায় কথা কি বলেছি ? যেই না বলেছি, পায় তো তোমার মেয়ে জামাই আমাকে মারে (কাঁদিল) কি না আমাকে বলেছে ?

মানু। তুমি কেঁদনা ঠাকুর ঝি, পুরোনো কথা ভুলে যাও।

পদ্ম। পদ্মরাণী তেমন মেয়ে মানুষ না যে মনে করে রাখবে।

[রসরাজ গলা খেঁকারী দিয়া গেল।]

মানু। এই যে হয়েছে আর একটু শুনি।

পদ্ম। উনি বুঝি তোমার আঁচল ছাড়া হন না ? আমার উনিও তাই।

মানু। আর বল কেন ঠাকুরঝি ! নিশ্চিন্দে দুটো কথা কইবো তার উপায় নেই। তুমিও বড় রাত্রি করে এলে।

পদ্ম। হ্যাঁ আজ একটু রাত্রি হয়ে গেছে। আজ চলি বৌদি। আবার আসবো একদিন।

[পুনরায় রসরাজের গলা খেঁকারী]

আচ্ছা আজ চলি।

মানু। তুমি আবার এস ঠাকুরঝি মনের মত মানুষ পাই না যে কথা কয়ে সুখ করে নেব।

পদ্ম। আচ্ছা।

[পদ্মের ঘোমটা দিয়া প্রস্থান, রসরাজের প্রবেশ।]

রস। একে সব মিথ্যে কথা গুলো বল্লে? আমাদের আবার জামাই কে? ঐ চাষার ছেলেটা জামাই হয়ে গেল? যত সব nuisense. backward, hagard মেয়েছেলের সঙ্গে তোমার কথা।

[বাইরে কয়েকটী ভীষণ বন্দুকের আওয়াজ। আর ভীষণ চীৎকার "ডাকাত ডাকাত"]

মানু। ডাকাত—

রস। (মানুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ। এসো আমরা টেবিলের তলায় চোখ বন্ধ করে ব'সে থাকি।

[টেবিলের তলায় লুকাইতে যাইবে এমন সময় বৈজনাথ, চুনীমল ও দিলীপের প্রবেশ। তিনজনের হাতেই রিভলভার ও মুখে কাপড় বাঁধা।]

দিলীপ। খবরদার চেঁচালেই গুলি করে দেব।

মানু। দোহাই বাবা এত বড় অধৰ্ম্ম করিসনে।

দিলীপ। খবরদার (রিভলবার দেখাইল) গয়না।

মানু। দিচ্ছি দিচ্ছি (গয়না খুলিয়া দিল)।

দিলীপ। গয়নার বাক্স কই ?

মানু। অতবড় অধৰ্ম্ম করিসনে বাবা।

দিলীপ। খবরদার···হা হা হা···ধৰ্ম্মকথা শোনান হচ্ছে ?

মানু। চল বাবা পাশের ঘরে দিচ্ছি। সব নিয়ে যাও প্রাণে মেরো না।

[দিলীপ ইঙ্গিত করিতেই চুনী মানুকে লইয়া ভেতরে গেল ও একটু পরেই একটী ক্যাস বাক্স লইয়া প্রবেশ করিল।]

দিলীপ। ঠিক আছে ?

চুনী। (ঘাড় নাড়িল—ঠিক আছে)

দিলীপ। এদের মুখ বাঁধ। তা না হলেই একটু পরে চেঁচাবে।

[বৈজনাথ ও চুনী রসরাজের মুখ বাঁধিল।]

মানু। দোহাই—

দিলীপ। খবরদার। চল হা হা হা—

[তিনজনের প্রস্থান।]

[পুনরায় বাইরে ভীষণ চীৎকার "ধর ধর" তার সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ। পদ্ম চেঁচাইতেছে "আমাকে ধরিস না মিন্সেরা"। মুরলী দাস চেঁচাইতেছে "আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী"। দুইটী পুলীশ ও একটী সারজেণ্টের সহিত হাতে হ্যাণ্ডকাপ মুরলীধর ও পদ্মের প্রবেশ, সঙ্গে দারোগা।]

মুরলী। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, আমায় ছেড়ে দিন। আর মারবেন না (কাঁদিতে ছিল)

দারোগা। চোপরাও বদমাইস (রুলের গুঁতা) আপনাদের এখানে বেঁধে রেখেছে ?

[একটী পুলিশ.ক ইঙ্গিত করিতেই রসরাজ ও মানুর মুখের কাপড় খুলিয়া দিল।]

মানু। আমার যথাসর্ব্বস্য নিয়ে গেছে, হায় হায় !

দারোগা। ভয় নেই, সব পাওয়া যাবে, এই যে দুটী ধরা পড়েছে।

পদ্ম। বৌদি শেষে তুমি আমার হাতে হাতকড়া লাগালে ?

রস। আপনারা ভুল করেছেন ওকে ছেড়ে দিন। উনি নির্দ্দোষা। (মুরলীকে) ব্যাটা বদমাইস, scoundral আমার বাড়ীতে চুরি না, একেবারে ডাকাতি ? (মারিতে লাগিল)।

দারোগা। থাক আর মারবেন না, শেষে হয়তো হার্ট ফেল করবে, খুব মার দেওয়া হয়েছে।

পদ্ম। (হাত খোলা পাইয়া) মিন্সেরা আমাকে ধরলি কেন ? মরণ আর কি ? মেয়ে মানুষ হয়ে আমি ডাকাতি ক'রে বেড়াই ? দাঁড়াও আমি তোমাদের নামে দরখাস্ত ক'রে মজা দেখাচ্ছি।

মানু। ওঁরা কি করে জানবেন ঠাকুরঝি ?

দারোগা। আপনি মনে কিছু করবেন না, এটা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে। আপনাদের ভালর জন্যই অনেক অপ্রিয় কাজ আমাদের করতে হয়। আপনাদের দারোয়ানটার এজাহার এক্ষুনী আমাকে নিতে হবে। লোকটা খুন হয়ে গেছে, বোধ হয় বাঁচবে না।

[মানদা ও রসবাজ চমকাইয়া উঠিল।]

রস। গোরখ সিং খুন!

[মানু ও রসবাজের প্রস্থান।]

দারোগা। ব্যাটা শয়তান এসব দুর্ম্মতি কেন হয়েছিল? এমন দেহখানা খেটে খেতে পারিস না?

মুরলী। আমি খেটেই খেতাম। আমি কোন দোষ করিনি।

দারোগা। চোপরাও বদমাইস, লাগাও ব্যাটাকে। (পুলিশের গুঁতা ।।

মুরলী। (খুব কাঁদিয়া) আর মারবেন না, আপনাদের পায়ে ধরি (পায়ে ধরিলেন) আর পারছি না।

দারোগা। চোপরাও বদমাইস। দেখ ব্যাটা তোর ডাকাতির পয়সা কে খায়। আপনি কিছু দেখেন নি? (পদ্মকে)

পদ্ম। দেখবো না আর কেন? চোখের মাথা কি এত শিগ্রী খেয়েছি? ইচ্ছে করে লেথিয়ে মিন্সের মুখখানা থেঁতো করে দি'।

মুরলী। আজ্ঞে মিথ্যে কথা—

দারোগা। চোপরাও শয়তান। লাগাও (রুলের গুঁতা)

মুরলী। ওঃ ভগবান বাঁচাও আর পারি না।

[রতন ও চিন্তার কাঁধে হাত দিয়া অব্যক্ত যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে গোরখ সিংএর প্রবেশ। গোরখের কপাল ও বুক দিয়া অসম্ভব রক্ত পরিতেছে। রসরাজ ও মানুর প্রবেশ।]

গোরখ। ওঃ জান লে লিয়া হুজুর ওঃ জান লে লিয়া। উ হু হুঃ

রস। ভয় নেই গোরখ সিং, কোন ভয় নেই। তুমি বেঁচে যাবে।

দারোগা। তুমকো কোন্ খুন কিয়া দারোয়ান ?

গোরখ। বাপ বাপ আঁধিয়ার আঁধিয়ার। বাপ বাপ !

দারোগা। (মুরলীকে দেখাইয়া) এই আদমী খুন কিয়া ?

গোরখ। বাপ বাপ, আঁধিয়ার, জান গিয়া ওঃ ওঃ (পড়িয়া গেল)।

দারোগা। Hopeless. Ambulence…একে বাইরে নিয়ে যাও।

[দুইজন পুলিশ, রতন, চিন্তামনি ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া গেল। মানু ও রসরাজেরও প্রস্থান।]

দারোগা। (কাগজ পেন্সিল বাহির করিল) আচ্ছা আপনার এজাহারটা আমাকে লিখে নিতে হবে। আপনার নামটা যেন কি.?

পদ্ম। আমার নাম ? পদ্মরাণী।

দারোগা। প্যুরো নামটা বলুন।

পদ্ম। পদ্মরাণী দাসী।

দারোগা। পদবীটা ?

পদ্ম। পদবী, ঢোল।

দারোগা। তাই বলুন পদ্মরাণী ঢোল।

[পদ্ম যেমন যেমন বলিতেছিল দারোগা সেইরূপ লিখিতেছিল]

আপনার স্বামীর নাম ?

পদ্ম। ওমা তাই কি বলা যায় ?

দারোগা। আপনি লিখতে জানেন ?

পদ্ম। ওমা তা আর জানবো না ? তবে চশমা আনিনি কি না।

দারোগা। তবে নামটা বলেই ফেলুন না। এ সব ক্ষেত্রে বল্লে কোন দোষ হয় না।

পদ্ম। কোন ক্ষেত্রেই বলা যায় না। আমাকে আর শাস্তর শিখিও না দারোগা। তবে আমি যা বলছি, ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে তো বুঝে নাও।

দারোগা। বলুন।

পদ্ম। ভীমের হাতে কি থাকতো ?

দারোগা। গদা ?

পদ্ম। হাঁা হ্যাঁ ঐ ধর ঢোল।

দারোগা। গদাধর ঢোল ?

পদ্ম। আমার স্বামীর নাম !

দারোগা। ঠিকানা ?

পদ্ম। ১৪ নম্বর দীনু ময়রার গলি।

[মানুর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ, পেছনে রসরাজ ও পুলিশ, সার্জ্জেণ্টের প্রবেশ।]

মানু। হায় হায় এতক্কালের দারোয়নটা আমার মরে গেল।

রস। ব্যাটা বদমাইস (মার)

মুরলী। আমি নির্দ্দোষী, আর মারবেন না পায়ে পড়ি।

দারোগা। চোপরাও বদমাইস লে আও উসকো। আচ্ছা আপনি যাবেন না, আপনার এজাহার এখনও শেষ হয় নি।

চলুন কোন ঘর থেকে চুরী হয়েছে দেখে আসি। নিয়ে এসো বদমাইসকে।

মুরলী। ওঃ আর পারছি না, আর মারবেন না…

[পুলিশে মারিতে মারিতে মুরলীকে লইয়া সকলের সহিত ভেতরে চলিয়া গেল।]

চতুর্থ অঙ্ক

২য় দৃশ্য।

মানবের নূতন ফ্ল্যাটের কক্ষ।

ফ্লোরা। বাবা প্রতিদিন আমি তোমার চিঠির অপেক্ষা করি কিন্তু কৈ? তোমার চির আদরের ফ্লোরাকে তুমি ভুলে গেলে বাবা? যদি খেয়ালের বশে একটা ভুল করেই থাকি, তার কি ক্ষমা নেই? বাবা তুমি এত নিষ্ঠুর? এযে অসম্ভব! মা কতদিন তোমার স্নেহ আদর পাইনি। তোমার হাসিভরা মুখখানা দেখিনি। তুমিও ভুলে গেলে মা? হতভাগিনী যে অন্যায় করেছে তার কি ক্ষমা হবে না? তোমাব আদরের ফুলু চিরদিন কি মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিতা হয়ে থাকবে? তোমাদের আদরের দুলালী তোমাদের বুক ভেঙে দিয়েছে? তোমাদের কোন অমঙ্গল হয়নি তো মা? না এ আমি কি ভাবছি? নিশ্চই ঘৃণাভরে চিঠির উত্তর দাওনি। মা আমি যাব, আমি তোমাদের কাছে যাব। পা চেপে ধরে বলবো, আমাকে ক্ষমা কর। বাবা মা আমাকে ক্ষমা কর। আমি যাব দেখবো তোমাদের বুকটা কতখানি আমি পাষাণ করেছি। আমার চোখের জলে সে পাষাণ কি গলবে না? মা মা!

[উচ্ছসিত ভাবে কাঁদিয়া টেবিলে মাথা গুজিল।]

[খুব সাজ গোজ করিয়া, গয়না পরিয়া লীণার প্রবেশ]

লীণা। দিদি কি হচ্ছে ?

ফ্লোরা। কে লীণা ? বড্ড একা একা লাগছে। তাই কত কি আকাশ পাতাল ভাবছি। মনটা ভাল লাগছে না। একা একা এলি যে বড় ? সঙ্গী ছারা তো কোন দিনও আসিস না ?

লীণা। সঙ্গী ছাবা আসি না, না সঙ্গীই সঙ্গ ছাবে না।

ফ্লোরা। এর মধ্যেই অরুচি ধরলো নাকি ?

লীণা রুচীই বা কোনদিন ছিল তাই অরুচি ধরবে ?

ফ্লোরা। নিশ্চয়ই তোব সঙ্গে আজ কিছু হয়েছে ?

লীণা। না কিছুই হয় নি। চিরদিন যা হয়েছে আজও তাই হয়েছে।

ফ্লোরা। নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে, ঝগড়া, মনোমালীন্য, অভিমান, শুদ্ধ কথায় যাকে বলে দাম্পত্য কলহ, এর মধ্যে একটা না হয়ে যায় না।

লীণা। ও সবের একটিও না। আমাকে দেখে তাই মনে হচ্ছে না'কি ?

ফ্লোরা। তা একটু একটু মনে হচ্ছে বই কি। তোরা সেই যে গেছিস তার পর আর অসিসনি কেন বলতো ? দিল্লীপবাবু ভাল আছেন তো ?

লীণা। ভাল বলে ভাল ! অত ভাল কজন থাকে ? পয়সার তো অভাব নেই তাই ফুর্ত্তীর ফোয়ারা লেগেই থাকে।

ফ্লোরা। তবে তোরও ফুর্ত্তী লেগে থাকা দরকার নইলে জমবে কেন ?

লীণা। মনটা আমার ভাল নেই আজ। জান দিদি, আমার একটা নতুন চাকরকে কদিন থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমিই তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছিলাম। চাকরটা খুব ভাল ছিল। লোকটা ছিল পরম বৈষ্ণব। গায়ে ফোঁটা তিলকে জায়গা ছিল না।

ক্লোরা। একটা চাকর গেছে আর একটা আসবে। তার জন্য অত মন খারাপ কি ?

লীণা। না না দিদি! লোকটা খুব ধার্ম্মিক ছিল। আমাকে মা বলে ডাকতো। মা বলে ডাকতে যেন অজ্ঞান। আমারও অল্প কয়েকদিনে ওর উপব খুব মায়া হয়েছিল। ওর বোধ হয় একটা ছেলে ছিল তার জন্যে ও খুব কাঁদতো, আমার দেখে এত কষ্ট হত। বাস্তবিক দিদি তার মা ডাকটা এখনও আমার কানে বাজে। তাই তার জন্যে এত কষ্ট হচ্ছে। বেচারা বোধহয় কোন বিপদে পরেছে।

ক্লোরা। তুই যত সব বাজে কথা ভাবিস লীণা। ওরা চাকর জাত, কোথায় দুটো পয়সা বেশী পেয়েছে, সেখানেই কাজে লেগে গেছে। মা বলে ডেকেছে আর তুই ভুলে গেছিস ? মা হ'স নি কিনা তাই এত।

লীণা। সত্যি মা হয়নি বলেই বোধহয় ওর উপর এত মায়া হয়েছে।

ক্লোরা। মায়ের প্রাণটা একটুতেই কেঁদে ওঠে নারে ? (দীর্ঘ নিশ্বাস)

লীণা। সত্যিকারের মা না হতেই যখন এত খানি, তখন মা হলে নিশ্চয়ই এর চাইতে অনেক বেশী হয়। ভগবান আমাকে মা হবার কপাল দেননি (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

ফ্লোরা। একটুতেই হতাশ হতে নেই বোন।

লীণা। ওসব কথা এখন থাক। মানস বাবু কোথায়?

ফ্লোরা। তিনি আজ কদিন হল বোম্বে গেছেন অপিসের কাজে।

লীণা। কবে আসবেন?

ফ্লোরা। আজ কালেই আসার কথা।

লীণা। তাই বুঝি মন খারাপ করে মুখ গুঁজে বসেছিলে? আজ যখন দুজনেরই মন খারাপ তখন তুমি একটা গান কর শুনি। যদি মনটা ভাল হয়।

ফ্লোরা। কি গান ছাই করবো? কিছুই মনে আসছে না। আচ্ছা এইটাই করি।

[করুণ সুরে ফ্লোরার গান।]

তোমারে হারাতে চাহি না,
তোমারে ভুলিতে পারি না।
প্রথম দিনের স্মৃতি, নয়নে নয়ন পাতি,
আমারে হেরিলে, কত যে শোনালে
সোহাগের গীতি, বাজালে মধুর বীণা।
আমার বুকের পাষাণ ভার
সহিতে পারি না হে প্রিয় আমার,
আমারে কাঁদালে, নিজেরে কাঁদালে
(আমি) কাঁদন সহিতে পারি না।

ফ্লোরা। নাঃ গানও যেন আজ ভাল লাগছে না। কি যে করা যায়?

বল না লীণা ? আজ তুই এত সেজেগুছে বেড়িয়েছিস কেন ? এত গয়নাই বা পরেছিস কেন ? এ হারগাছ তো কোন দিনও তোর গলায় দেখিনি ? দেখি দেখি ? ঠিক আমার মার গলায় এমনি এক গাছ হার ছিল। আমিই ডিজাইনটা মাথা থেকে বের করেছিলান। (ভালভাবে দেখিয়া) একি এযে মার নাম লেখা ? এ্যাঁ ? লীণা বল এ হারগাছ তুই কোথায় পেলি ? (লীণা চুপ) লীণা লীণা আমার মার গয়না তুই কি করে পেলি ? (লীণাকে ঝাঁকী দিয়া) লীণা চুপ করে আছিস কেন বল ?

লাণা। আমি কিছু জানি না, আমাকে দিয়েছে।

ফ্লোরা। কে দিলীপ বাবু ?

লীণা। হ্যাঁ !

ফ্লোরা। দিলীপ বাবু এ গয়না কোত্থেকে পেল ? তুই জানিস জানিস আমাকে লুকাস না বল। (কাঁদিয়া) লীণা তোর পায়ে পরি বল ভাই এ যে অসম্ভব কথা !

লীণা। (কাঁদিয়া) আমি বল্লে আমাকে মেরে ফেলবে।

ফ্লোরা। মেরে ফেলবে কেন ?

লীণা। হ্যাঁ মেরে ফেলবে (উচ্ছসিত ভাবে কাঁদিয়া) হ্যাঁ ওরা আমাকে মেরে ফেলবে দিদি।

ফ্লোরা। ওরা কারা। তোর কোন ভয় নেই, লীণা তুই বল। আমি তোকে বাঁচাব।

লীণা। 'দিদি দিলীপ, চুণীমল বৈজনাথ' এরা ডাকাত।

ফ্লোরা। (বিভীষিকা দেখিবার মত) ডাকাত ?

লীণা। একটু স্থির হও আমি সব বলছি। যখন বলেছি তখন সব কথা বলি।

ফ্লোরা। তোর বাবা ডাকাতের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়েছিল ?

লীণা। কে আমার স্বামী ? দিলীপ ? (কাঁদিতে কাঁদিতে হাত ধরিয়া) দিদি আমাকে ক্ষমা কর। আমি পতিতা।

ফ্লোরা। (বিস্ময়ে) পতিতা ?

লীণা। আমিও তোমারই মত ভদ্র ঘরের বৌ ছিলাম। এরা আমার সর্ব্বনাশ করেছে। এরা আমাকে দিলীপের স্ত্রী সাজিয়ে কত ভদ্রঘরের মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছে তার সংখ্যা নেই। তোমার উপরও নজর পরেছে। কোন দিন রাত্রে আমাদের ওখানে তো যাওনি ? গেলেও আমার দেখা পেতে না। বাইরে তালা লাগিয়ে ঘরের মধ্যে আমাকে রেখে দেয় বেশী রাত্রে এসে ঘরে মদের বন্যা ছুটিয়ে দেয়। আমার দেহ খুলে যদি তোমাকে দেখাই দিদি, দেখবে, চাবুকের আঘাতে আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত। দিদি আমি অন্ধকারে ছুটে বেড়িয়েছি! দারুণ অন্ধকার আমাকে গ্রাস করবে ঐ যে দিদি··· দিদি··· (বিভীষিকা দেখিবার মত করিতে লাগিল, এইখান হইতে লীণার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে)। হা হা হা··· দিদি। প্রতিশোধ প্রতিশোধ···

ফ্লোরা। তুই অমন করছিস কেন লীণা ? লীণা ?

লীণা। হা হা হা··· আমি পিশাচী পিশাচী। আমাকে ছুয়ো না।

আমার স্বামী ছিল, আমার ঘড় ছিল, সংসার ছিল কিন্তু আজ কিছু নেই··· কেও নেই··· চাবুক, চাবুক মারছে উঃ বিষ বিষের জ্বালায় জ্বলে পুরে গেল··· আমার স্বামীকে বিষ খাইয়ে মেরেছে··· আমি ছুটবো, এবার আমি ছুটবো হা হা হা··· প্রতিশোধ প্রতিশোধ হা হা হা।

ফ্লোরা। লীণা লাণা !

ল'ণা। হা হা হা···লীণা ? কে লীণা ? লীণা আজ জগতের মাঝে লীণ হয়ে গছে . হা হা হা প্রতিশোধ প্রতিশোধ ··

[ছুটিয়া চলিয়া গেল]

ফ্লোরা। লীণা লীণা—

[মাতাল অবস্থায় দিলীপ চুণীমল বৈজনাথের প্রবেশ]

দিলীপ। লীণা কোথায় ? মনে কিছু করবেন না mrs. ঝর্ণা দেবী মদ আমরা খাইনা।

বৈজ। মদ খাওয়া খুব খারাপ আছে।

ফ্লোরা। (ভীত্ভাবে) একি আপনারা সব মদ খান ? মদ খেয়ে আমার এখানে এসেছেন ?

চুণী। হিঃ ছি কি বলিতেছেন। মদ খাইলে কুছু দোষ নেই আছে। পয়সা থাকিলেই ভদ্রলোকে মদ খাইয়ে থাকে।

দিলীপ। লীণা কোথায় ? খুব সাহস না বলে চলে এসেছে। লীণা কোথায় ?

ফ্লোরা। দিলীপ বাবু লীণা আপনার স্ত্রী না ?

দিলীপ। হা হা হা··· আলবাৎ আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী নয়তো কি

মানস বাবুর স্ত্রী ? আমার সাত পাকের স্ত্রী আমার চোদ্দ পাকের স্ত্রী, আমার বায়ান্ন পাকের স্ত্রী, হা হা হা…

ফ্লোরা। আমার বাড়াতে এসে আপনারা যা খুসী করবেন ? বেড়িয়ে যান, সব বেড়িয়ে যান।

বৈজ। কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ সুন্দরী। বহুৎ মিঠাবাৎ আছে।

ফ্লোরা। সাবধান বৈজনাথ বাবু, আমি একটা ভদ্র ঘরের বৌ, ভদ্র ঘরের মেয়ে। মাতাল হয়ে কাণ্ডজ্ঞান পর্য্যন্ত নেই ? এক্ষুনা আমার স্বামী আসবেন।

চুণী। হা হা হা মানস বাবু আসবে ? বোম্বাইসে আসিয়ে যাবেন ?

ফ্লোরা। তোমরা কি করে জানলে ? ওঃ এতবড় শয়তান তোমরা ! তোমরা মানুষ না পিশাচ ?

দিলীপ। ঝর্ণা তুমি আমাদেব সঙ্গে চল। তোমার কোন ভয় নেই। আমি আছি। আমাকে তুমি তো বিশ্বাস কর ঝর্ণা ! সামান্য তোমাকে নিয়ে একটু ফূর্ত্তী করবো। মানস বাবু জানতে পারবে না।

ফ্লোরা। সাবধান দিলীপ বাবু। আমার অঙ্গ স্পর্শ করলে ভাল হবে না।

বৈজ। বলিয়ে না সুন্দরী কেতনা রূপেয়া লাগবে ?

চুণী। মাড়োয়ারী ভেবে তোমার পছন্দ লাগছে না ঝর্ণা ? (পাগড়ী খুলিল)।

বৈজ। কি সুন্দর তোমার গান ঝর্ণা ! মধু ! মধু ! (পাগড়ী খুলিল)

দিলীপ। সতীত্ব দেখিও না সতী লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মেয়ের মত চলে এসো, কেও জানতে পারবে না। লানাও সতী লক্ষ্মী, হা হা হা।

বৈজ। চুপ ক'রে থেক না ঝর্ণা।

চুণী। তুমি যদি ইচ্ছে করে না যাও আমরা জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব।

[বৈজনাথ ও চুণী ফ্লোরার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।]

ফ্লোরা। উঃ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে পশু, মাগো (কাঁদিল), রক্ষা কর, রক্ষা কর। কেও কি নেই রক্ষা করে।

[লীনা ও দারোগার প্রবেশ।]

লীনা। হা হা হা…প্রতিশোধ! প্রতিশোধ!

দিলীপ। Hands up! হা হা হা…

(রিভলবার দেখাইল, দারোগা হাত তুলিয়া দাঁড়াইল, বৈজনাথ ও চুণীকে ইঙ্গিত করিতেই তাহারা ফ্লোরাকে ছাড়িয়া দিয়া পালাইল দিলীপও আস্তে আস্তে দরজা দিয়া পালাইল]

হা হা হা।

[পুলিশ ও সার্জেণ্টের প্রবেশ।]

দারোগা। আসামী ভাগতা! পাকড়ো পাকড়ো।

[সকলেরই দারোগার পিছন পিছন ছুটিয়া প্রস্থান।]

[মানবের প্রবেশ, হাতে একটা খবরের কাগজের কাটিং।]

মানব। ফ্লোরা ফ্লোরা (ছুটিয়া বাহিরে গিয়া) ফ্লোরা ফ্লোরা। (ডাকের মধ্যে কাতরতা মাখান, পুনঃ প্রবেশ) ফ্লোরা কোথায় গেল! উঃ শরীর আর চলে না। এই দুঃসময়ে

ফ্লোরা কোথায় গেল! উঃ আমার বাবা ডাকাত, এযে অসম্ভব ব্যাপার। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না (কাটিংস দেখিয়া) এই যে স্পষ্ট লিখেছে, আসামীর নাম মুরলীধর দাস, কাশীয়ানী গ্রাম। আমার বাবার নামে কি আর লোক থাকতে পারেনা? কিন্তু গ্রামের নাম ঠিক আছে কাশীয়ানী গ্রাম! রসরাজ বাবু একি ফ্লোরার বাবা? তারা কি এখন কলকাতায়? তারই বাড়ীতে আমার বাবা ডাকাতি করতে গেছেন? এযে বড় বিস্ময়-কর ব্যাপার। না মন যে আমার কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না। ফ্লোরা, ফ্লোরা, ফ্লোরা, নাঃ তবে কি সে বাড়ী চলে গেল? ঘর তবে খোলা কেন? আর তো অপেক্ষা করতে পারছি না।

[কাগজ কলম লইয়া লিখিতে লাগিল।]

এই কাটিংসটা আর চিঠিটা থাক। তা হলেই সব বুঝতে পারবে। বাবা যদি আমার ডাকতই হয়…হ্যাঁ যদি ডাকাতই হয়…আমার কি কর্ত্তব্য? আমি কি করতে পারি? কি ক’রে তাকে বাঁচাতে পারি? যেমন করেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে। ডাকাত হলেও আমি তার ছেলে, সে আমার জন্মদাতা, বাবা বাবা—(ছুটিয়া প্রস্থান)।

পর্দ্দা নামিল।

চতুর্থ অঙ্ক শেষ।

পঞ্চম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

রসরাজের ড্রইং রূম।

[উকিলের বেশে রসরাজ খুব ব্যস্ত।]

রস। কৈ গা মানু, মানু, আর দেরী কেন? তোমরা দেখছি সব পণ্ড করবে। সবাই কে কোথায় লুকিয়ে বসে থাকলে? কোর্ট কাচারীর ব্যাপার। তারা কি আর কাউরির জন্য বসে থাকবে? আমি আর কি করবো? গয়নাগুলো তো পাওয়া গেল না। যদি বা বেটাকে ফাঁসী দিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়াব তা দেখছি সব সাক্ষীর জন্য পণ্ড হয়ে যায়। হবে আর কি, বেটা আবার ডাকাতী করবে, আবার মুখ বাঁধবে, আবার হয়তো নতুন দারোয়ানটাকে গুলি ক'রে মারবে। না না ভাল কথা নয়। মানু মানু—

[মানুর চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে প্রবেশ।]

মানু। কি এত চেঁচান হচ্ছে কেন? আবার ডাকাত প'ল নাকি?

রস। না পড়েনি, তবে পড়বার রাস্তা করছো। হুঁঃ এতক্ষণে তোমার চুল বাঁধা মনে পড়লো? আর তো ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হ'তে হবে।

মানু। তা ঘণ্টা খানেক বাদে চেঁচালেই তো পারতে? চুল না আঁচড়িয়ে যাব কি ক'রে?

রস। তোমাকে হাজার বার বলেছি ও ছাই চুল কেটে ফেলগে। ও এক উৎপাৎ। কেটে bobbed করে নাও। আজ-কালকার দিনে, ও ছাই এক বোঝা চুল নিয়ে, কোন aristocrat মেয়েছেলে বেড়ায় না।

মানু। ওরে আমার কেরে? এত সাধের চুলগুলো কেটে আমি বুনো শুয়োর সেজে ব'সে থাকবো? মরণ আর কি! হাল ফ্যাসান আর সাজাবে কি করে? গয়না গুলো তো পাওয়া গেল না। ভালই হয়েছে মরে গেলে কেই বা ভোগ করতো? ভোগ করার মধ্যে মেয়ে জামাই? তারা যখন ধরাই দিতে চায় না, তখন আর কি হবে ওসবে?

রস। জামাই জামাই? জামাই আবাব কে? নাঃ এখন মাথা খারাপ করে লাভ নেই। আচ্ছা তুমি এই খানেই চুল আঁচরাও আর আমি গোটা কয়েক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

মানু। তোমাকেই যদি সব বলে ফেলি, জজ সাহেবকে কি বলবো?

রস। আমাকেও যা বলবে, জজ সাহেবকেও তাই বলবে, একটুও যেন নরচর না হয়।

মানু। আমি যা বলবো তা ঠিক করেই রেখেছি। ওতেই ব্যাটার শুলী হয়ে যাবে।

রস। তো তো যাবেই। এখন আমার অম্ল শূল নাম্‌লে বাঁচি। বলতো তোমার গয়না কে নিয়েছে?

মানু। কে আবার নেবে। ঐ মুখপোরা মিন্সেই নিয়েছে।

রস। Slang, Slang, মিন্সেটিন্সে এ সব কি ? এ গুলো তুমি কি আর ছারতে পার না ? তুমি একটু up to date হও মানু।

মানু। হাল ফ্যাসানের কথা তুমি যদি আবার বল তা হলে জজ্ সাহেবের কাছে সব কথা গণ্ডগোল করে দেব। সে কথা আগেই বলে দিচ্ছি। হাল ফ্যাসান শুনতে আর ভাল লাগে না।

রস। তুমি অত লোকের মধ্যে আমার মুখ হাসিওনা মানু। অন্ততঃ আজকের দিনটার জন্যও তুমি up to date হও মানু। My humble request.

[পদ্মের প্রবেশ।]

পদ্ম। কই গা বৌদি কোথায় ?

[ঘোমটা দিল, রসরাজ পিছন ফিরিল।]

মানু। ঠাকুরঝি তোমার কথাই ভাবছিলাম। সময় হয়ে এসেছে, এইবার আমাদের যেতে হবে।

রস। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। যে রকম সব শিখিয়ে দিয়েছি সব ঠিক আছে কিনা ?

মানু। শুনলে ঠাকুর ঝি ?

পদ্ম। (ঘাড় নারিয়া) সব ঠিক আছে।

মানু। ঠিক আবার থাকবে না ? আমাদের কি বায়াত্তোরে পেয়েছে ? এস ঠাকুর ঝি চুলটা ঠিক করে নি, আমার ঘরে বসবে। উকিলের জেরা পরে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

রস। আর বেশী দেরী নেই, যাবে আর আসবে। তাইতো— জেরায় সব গণ্ডগোল করে না বসে। সাক্ষী দেওয়া কি সোজা ব্যাপার? বিশেষতঃ এই সব মেয়ে ছেলে নিয়ে। যাবে কোথায় ব্যাটা? ওঃ আমার বাড়ীতে চুরী নয়, একেবারে ডাকাতী, খুন? আরে ৩০২ হাতে হাতে প্রমাণ? হা হা হা··· (কোর্টের দৃশ্য দেখিতে লাগিল) My Lord and the gentle men of the juries— একটা মানুষকে, শুধু অর্থের লোভে, পৈশাচীক ভাবে হত্যা করেছে। এত গুলি সাক্ষী নিজের চোখে তাই দেখেছে। My Lord, তার ছেলে মেয়ে গুলো হয় তো পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। ঐ ছিল তাদের একমাত্র ভরসার স্থল। এদের সাক্ষী থেকে স্পষ্টই প্রমান হচ্ছে My Lord, আসামীই খুনী। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। কোন দয়া, কোন দাক্ষিণ্য একে দেখান চলতে পারে না। যে গুরু অপরাধ এ করেছে, তার ক্ষমা নেই। My Lord and the gentle man of the juries, আপনারা একে ৩০২ এর চরম শাস্তী দিতে কিছু মাত্র বিচলিত হবেন না। কি পাপের কি শাস্তী সেটা জেনেও যখন এতবড় অপরাধ করেছে, তখন ফাঁসীই হল এর উপযুক্ত শাস্তি। অ্যাঁ! ফাঁসী! ফাঁসী! (চিৎকার) OH the Daniel has come to the judgment, the Daniel has come to the judgment.

[চিৎকার শুনিয়া মানু, পদ্ম, রতন, চিন্তামনির প্রবেশ]
[রতনের ঘাড়ে গামছা, চান করিতে যাইতেছিল]

সকলেই। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

রস। ফাঁসী, ফাঁসী, ফাঁসী হয়ে গেল।

মানু। কার ফাঁসী হল ?

রস। ঐ আসামীটার।

মানু। বিচার হল না, ফাঁসী ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

রস। ফাঁসী হতেই হবে। (রতনকে) অ্যাঁ··· তুমি চান করনি ? সবাই এখানে ভীর করে দাঁড়িয়ে কেন ? যাও যাও সব চটপট তৈরী হয়ে নাও।

মানু। তোমার জ্বালায় কি তৈরী হবার উপায় আছে ? বাবা, বাবা, চল ঠাকুরঝি।

[মানু ও পদ্মের প্রস্থান]

রস। যা ব্যাটা ধাইকিরি তৈরী হয়ে নে।

[চিন্তার প্রস্থান]

তুমি এতক্ষনে চান করতে যাচ্ছ ? Wonderful ! এখন চান করবে, তারপর খাবে, তারপর কোর্টে যাবে ? তোমাকেও একথা আমাকে বলতে হয় ? এতবড় একটা Case এর সাক্ষী তুমি, তোমার সময় মত চান করা খাওয়ার হুস থাকেনা ? এখন যাবে চান করতে ?

রতন। আজ্ঞে না স্যার।

রস। আজ্ঞে না স্যার কি? তুমি চান করতে যাচ্ছ আমি দেখছি তবুও বলবে আজ্ঞে না স্যার? তুমি চান করতে যাচ্ছ না?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আবার আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। একটু আগেই বল্লে আজ্ঞে না স্যার আবার এখুনী বলছ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার? আশ্চর্য্য, তুমি জেরার টেক না, তুমি দেবে সাক্ষী?

রতন। আমাব স্যার চান হয়নি।

রস। তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

রতন। কিন্তু স্যাব খাওয়া হয়ে গেছে।

রস। অ্যাঁ •• খাওয়া হয়ে গেছে? চান না করেই খেয়েছ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। চান করবার সময় পেলাম কখন? সকাল থেকে যখনই চান করতে গেছি, তখনই আপনি ডেকেছেন। তা ছারা বারে বারে বাধা পড়াতে, ভাবলাম আগে খেয়েই নিই। তারপর সময় হয় চান করবো না হয় করবো না। এই দেখুন স্যার, খেয়ে দেয়ে যেই একটু সময় পেয়েছি, অমনি আবার ছুটতে ছুটতে এলাম্। আবার বাধা। চান স্যার, আর বোধ হয় হ'য়ে উঠলো না।

রস। তোমার পেটটাই হল আগে? চান না ক'রে তোমার খাওয়া চলবে না। চান করে মাথা ঠাণ্ডা করে, তবে খাবে। যা যা বলেছি ম'নে আছে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আচ্ছা বলতো, ঐ লোকটা যে গুলি করলে তুমি দেখলে কি করে ?

রতন। আজ্ঞে নিজে চোখে দেখেছি, শুনে বলছি না। চোখের সামনে ভট্ করে গুলি ক'রে দিলে।

রস। ভট্ করে যে গুলি ক'বলে, তুমি দেখলে কি ক'রে ? কি ক'রছিলে তুমি তখন ?

রতন। সত্যি কথা বলতে কি স্যার আমি তখন চৌকিব তলায় মটকা মেরে প'রেছিলাম। অবশ্য একথা আমি ব'লবো না, আপনি স্যার যখন বারণ ক'রেছেন।

রস। বারণ যখন ক'রেছি, তখন সে কথা আনছো কেন ? যা বলেছি তাই বল।

রতন। আমি সে সময় থামের আরালে দাঁড়িয়েছিলাম।

রস। আচ্ছা বেশ, থামের আরালে দাঁড়িয়ে কি দেখলে ?

রতন। কতকগুলো লোক আমার সামনে দিয়ে চ'লে গেল। এমন সময় ভট্ করে শব্দ হতেই দেখলাম, ঐ লোকটা গুলি মারলে দারোয়ানটা প'রে গেল।

রস। শব্দ যখন হল তখন তুমি ওর দিকে তাকালে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার ? তোমার সাক্ষী গণ্ডগোল হ'য়ে গেলে ব্যাটা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার ব্যাপারটা তো তাই, ঐ লোকটাই গুলি ক'রেছে।

রস। ঐ লোকটা যে গুলি করেছে প্রমান হল কি ক'রে? আগে শব্দ হল তখন তুমি তাকালে, যখন তুমি তাকালে তখন তো গু ল হয়ে গেছে।

রতন। (না বুঝিয়া) অ্যাঁ (বুঝিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রস। তা হলে তুমি দেখলে কি ক'রে, ও গুলি ক'রেছে?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তাইতো কি ক'রে দেখলাম? আমি তো ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

রস। বুঝতে পারলে তো উকিল হয়ে যেতে। যত সব বেকুব নিয়ে হয়েছে আমার কারবার। দু-ঘণ্টা বাদ তুমি দেবে সাক্ষী, এখনও যদি এই সব কর, তা হলে ফেঁসে যাবে, ফেঁসে যাবে। গোঁড়াতেই জানি তুমি সব উল্টো করবে। তানা হলে আগে খেয়ে পরে তুমি চান কর?

রতন। এই বার স্যার ঠিক হ'য়ে যাবে। ভুল হবে না।

রস। একশোবার বলেছি, তুমি বলবে থামের আড়ালে আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম। আমি মানে বুঝেছ তুমি?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তুমি মানে আমি…

রস। তুমি মানে আমি? কি সব গণ্ডগোল করে ফেলছো? মহামুস্কিল।

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তুমি মানে আমি (ঢোক গিলিয়া) মানে আমি যখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম।

রস। yes that's right, যখন থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিলে, তখন দেখলে ঐ লোকটা, মানে ঐ লোকটা, বুঝেছ?

রতন। আজ্ঞে মানে ঐ লোকটা।

রস। মানে কোন লোকটা ?

রতন। (ঢোক গিলিয়া) স্যার সেই লোকটা।

রস। আবার সেই লোকটা পাচ্ছ কোত্থেকে ? যে আসামীটা ধরা পরেছে। বুঝেছ ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, এটা আর বুঝবে না। এটা তো খুবই সহজ।

রস। খুবই সহজ ? নিজেতো কিছুই বোঝ না উপরন্তু আমাকে শুদ্ধ সব গণ্ডগোল করিয়ে দিচ্ছ। শোন, গোরখ সিং আর যে আসামীটা, যেটা ধরা পরেছে, দুজনে খুব হাতাহাতি হচ্ছিল। হাতাহাতি বুঝেছ··· (দেখাইল) ভয় নেই··· হ্যাঁ তুমি হাতাহাতি দেখছিলে। তার তারপর ঐ আসামীটা যেটা ধরা পরেছে সে একটা রিভলভার দিয়ে, গোরখ সিংকে গুলি করলে। রিভলভার দিয়ে আগুণের ঝলকা বেড়িয়ে গেল, আর শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোরখ সিং পরে গেল! বুঝলে ?

রতন। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার আর ভুল হবে না।

রস। ভুল তো হবে না, তবে এতক্ষণ ভুল ব'কছিলে কেন ? শব্দ হল তারপর তাকালে, তারপর তুমি দেখলে গুলি ক'রলো, তাই কি হয় ? তা হলে তো গুলি আগেই হ'য়েছে—তুমি দেখলে কি ক'রে? হাকিমকে একথা বল্লে কি ভাববে জান?

রতন। আজ্ঞে না স্যার।

রস। তুমিই গুলি খেয়ে এসেছো। যখনই শুনলাম চান না করে খেয়েছ তখনই জানি উল্টো করবে। যাও যাও ঠিক হয়ে নাও।

[রতনের প্রস্থান]

এদের দিয়ে সাক্ষী দেওয়া কপালের কর্ম্মভোগ। কেবল জানে আজ্ঞে হ্যাঁ স্যাব, আর আজ্ঞে না স্যাব। আরে ব্যাটা উড়েটা উবে গেল নাকি? চিন্তে··· চিন্তে···

[চিন্তামনির প্রবেশ]

কিরে তৈরী হয়েছিস?

চিন্তা। আজ্ঞে হঁ—।

রস। যা বলেছি সব ঠিক আছে?

চিন্তা। আজ্ঞে হঁ—।

রস। তুই খুন ক'রতে দেখেছিস?

চিন্তা। আজ্ঞে হঁ—।

রস। আজ্ঞে হঁ। সব তাতেই আজ্ঞে হঁ। কি দিয়ে খুন ক'রেছে?

চিন্তা। পিস্তল দিয়া।

রস। পিস্তল তুই কখন দেখেছিস?

চিন্তা। আজ্ঞে হঁ। খিলা পাতির পিস্তল দেখিব না কাঁই?

রস। সত্যিকারেরও?

চিন্তা। আজ্ঞে হঁ। মু গুটী সাহেব পুলিশের হাতে দেখিছিলা।

রস। সাহেব পুলিশ? ও·····সারজেন্ট?

চিন্তা। হঁ সারজন।

রস। তুই কি আগেই খেয়েছিস ?

চিন্তা। খাইব না কাঁই। আপনি তো কহিথিলা।

রস। নাঃ তোরা দেখছি সব উল্টে দিবি এখান থেকেই উল্টো করতে আরম্ভ করেছিস ? তোকে চান না করে কে খেতে বলেছে ?

চিন্তা। সিনান করিব না কাঁই। সিনান করি সেবা করিচি।

রস। তাই বল ? আমি মনে করেছি তুই বুঝি রতনের মত চান না করেই খেয়েছিস। আচ্ছা বলতো গুলি করার সময় তুই কি করিছিলি ? কি দেখেছিস্ ?

চিন্তা। মু গুটী পান সাজিছিলা, যখন শব্দ হইল মু দেখিলা।

রস। (খুব চটিয়া) না না এই সব সাক্ষী নিয়ে কখন কাজ চলে। all nonsense, case টা মাটী করে দেবে। আমি তোকে একশোবার ব'লেছি. ব'লবি দরজায় ফাঁক দিয়ে তোর ঐ ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ দিয়ে দেখলি, আসামীটা যেটা ধরা পরেছে, একটা পিস্তল দিয়ে গুলি করলো। সব ভুলে গিয়ে যাতা আবোল তাবোল ব'কতে শুরু ক'রেছে। আর একটু পরেই বিচার…বিচার যা হবে তাতো বুঝতেই পারছি (চিৎকার) খালাস, খালাস, খালাস।

[চিন্তার ভয়ে প্রস্থান, মানু ও পদ্মের প্রবেশ]

মানু। কি হয়েছে আবার ?

রস। খালাস, আসামী খালাস, acquitted.

মানু। একটু আগেই ফাঁসী হল, আবার এক্ষুনী খালাস ?

রস। হ্যাঁ খালাস আমি কি করবো। আবোল তাবোল বকতে সুরু করলে খালাস ছারা কি হবে ?

পদ্ম। বৌদি তুমি বল যে, আমি যা বলবো তাতেই মিন্সের শুলি হয়ে যাবে। কোন ভয় নেই।

রস। Slang, Slang, মানু বলে দাও মিন্সে টিন্সে চ'লবে না। আর একটা সাক্ষীর সঙ্গে আর একটা সাক্ষীর corroboration থাকা দরকার।

পদ্ম। কাচারীতে আবার কলার বড়ার কি দরকার বৌদি ?

মানু। তাইতো কলার বড়া আবার কি হবে ?

রস। কলার বড়া না, কলার বড়া না, corroboration, একটা সাক্ষীর সঙ্গে আর একটা সাক্ষীর সাক্ষের মিল থাকা দরকার।

পদ্ম। বৌদি তোমাতে আমাতে বেশ মিল করে বলবো বেশ ?

রস। হুঁ Royalpair ! মানু ওঁকে বলে দাও যে কাছারীতে সাক্ষী দেওয়া অত সোজা না। বড় বড় পালোয়ানের বুকের মধ্যে ঢেঁকীর পাহার দেয়।

মানু। ওমা তাই নাকি ? তাহলে এক কাজ কর। আমারও কেমন ভয় ক'রছে। লোকটাকে ছেরে দাও। ওর শুলী হলেও তো আমরা গয়না গুলো পাব না ! তার চাইতে আমরাই লোকটার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি, অতগুলো গয়না তো পেয়েছ বাপু, আর আমাদের বাড়ী এসো না যেন।

রস। নাঃ তোমরা আমার মাথা খারাপ ক'রে দেবে দেখছি। কি সব

আবোল তাবোল বলতে সুরু করেছ ? যে লোকটা একটা জল জ্যান্ত মানুষ খুন ক'রলো, অত হাজার টাকার গয়না চুরী করলে, তারই হাত পা চেপে ধরে আমাদেরকেই ক্ষমা চাইতে হবে ? উল্টে ফাঁসী আমাদের গলায় প'রবে না ? আরে রতন··· রতন··· চিন্তে··· চিন্তে···

[চিন্তা ও রতনের দ্রুত প্রবেশ। রতন একটী জামা উল্টো করিয়া পরিয়া আসিয়াছে। তাহার হাতে ফাইল।]

এতক্ষণ ক'রছিলে কি ? সময় কি আর আছে ? আর দেরী হলে উল্টে আমাদের ফাঁসী হবে তা জান ? (রতনের জামার একটী পকেট ধরিয়া) একি ? একি ? জামা পরেছ তাও উল্টো ? সব উল্টো আরম্ভ করলে ? খেয়ে চান, জামা তাও উল্টো ? নাঃ caseটা না উল্টে ছাববে না। চল চল ঐ হবে, উল্টো উল্টোই সই।

[সকলকে লইয়া প্রস্থান।]

পঞ্চম অঙ্ক।

২য় দৃশ্য।

বিচার কক্ষ

[বিচার কক্ষটী জজ, জুরী, দর্শকে ভর্ত্তী। পেস্কার বসিয়া আছে। আসামীর কাঠগরায় অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মুরলী দাস। সাক্ষীর কাঠগরায় পদ্মরাণী। পাবলিক প্রসিকিউটার সাক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন। ভৃত্য চিন্তামনি ব্যতিত, মাহু, রতন সকলেই আছে। রসরাজ পাবলিক প্রসিকিউটারের নিকটেই উপবিষ্ট।]

পাঃ প্রঃ। আপনি নিজের চোখেই সব দেখেছেন? যা বল্লেন সব সত্যি?

পদ্ম। একটুও মিথ্যে কথা না। সব নিজের চোখে দেখেছি।

পাঃ প্রঃ। আচ্ছা, এবার আপনি নেমে আসুন আর দরকার নেই।

[পদ্ম নামিয়া আসিয়া মাহুর কাছে বসিল।]

এইবার আর একটী সাক্ষীর সাক্ষ্য দিয়েই আমাদের সাক্ষ্যের কার্য্য সমাধান করবো।

পেস্কার। চিন্তামনি দাস।

নেপথ্যে চাপরাসী। চিন্তামনি দাস হাজির হায়... চি—ন্তা-মনি—

[চিন্তামনির প্রবেশ।]

চিন্তা। প্রভু জগন্নাথ! প্রভু জগন্নাথ!

পাঃ প্রঃ। এর মধ্যে ঢোক্ (কাঠগরায় ঢুকিল)

পেস্কার। বাংলা বোঝ?

চিন্তা। ইঁ বাংলা দেশে থাকুচি, বাংলা বুঝিব না কাঁই? প্রভু জগন্নাথ।

পেস্কার। বল আমি যাহা বলিব—

চিন্তা। মু যাহা বলিব।

পেস্কার। সত্য বলিব।

চিন্তা। হুঁ সত্য বলিব।

পেস্কার। সত্য বই মিথ্যা বলিব না।

চিন্তা। উঁহু মিথ্যা কাঁই বলিব?

পেস্কার। তোম্‌মার নাম?

চিন্তা। চিন্তামনি দাস।

পাঃ প্রঃ। তুমি রসরাজ বাবুর বাড়ীর চাকর?

চিন্তা। হুঁ, দশ বৎসর কাম করিচি।

পাঃ প্রঃ। যখন ডাকাতী হয় তখন তুমি কি ক'রছিলে?

চিন্তা। মু গুটি পান সাজিথিলা।

পাঃ প্রঃ। Then I was preparing betel.

জজ। What a wonder when the robbery was going on, the man was busy with his betel!

পাঃ প্রঃ। No no, how can it be? ডাকাতীর সময় পান সাজবে কেন?

জজ। I have'nt asked the learned prosecutor to answer.

পাঃ প্রঃ। Excuse me My Lord, আচ্ছা বল, যখন ডাকাতী হ'চ্ছিল তখনও কি তুমি পান সাজছিলে?

চিন্তা। ডাকাত যখন পরি গিলা, মু পানের খিলিটী মুখের মধ্যি পুরি দিলা। জগন্নাথ প্রভু ডাক ছাড়ি থামের আড়ালে চক্ষু বন্দ করি বসি থাকিলা।

পাঃ প্রঃ। বাজে কথা বলো না। চোখ বন্দ করে আবার দেখবে কি ?

জজ। Let him say.

পাঃ প্রঃ। Ys My Lord, বল।

চিন্তা। চক্ষু খুলি দেখিলা গুটী পিস্তল দিয়া আসামী গুলি করি দিলা। গরখ পড়ি গিলা। উঃ গরখের কি কাতর যন্ত্রনা মু বলিতে পারিব না মু বলিতে পারিব না—

পাঃ প্রঃ। আচ্ছা থাম, বেশী কথা ব'লো না।

জজ। Let him get down, this is sufficient.

পাঃ প্রঃ। I have no objction, all right, নেমে এসো।

চিন্তা। প্রভু জগন্নাথ। (নামিল)

জজ। I see the accused has got no pleader here. Let him say if he has got any thing to speak.

পেস্কার। আচ্ছা তোমার কোন উকিল এখানে নেই ? তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বলতে পার।

মুরলী। ধর্ম্মাবতার, উকিল আমার কি হবে ? ধর্ম্মাবতার আমি প্রথমেও যা বলেছি এখনও তাই বলছি। আপনারা আমাকে যদি ফাঁসী দিতে চান দিন। আমার মত হতভাগ্যের ফাঁসীই শ্রেয়ঃ। বেঁচে থাকলে হয়ত নিজের

গলায় নিজেই কবে ফাঁসী দিতাম। তার চাইতে এই আমার ভাল। আত্মহত্যার পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। খোকা তোকে যাবার আগে দেখে যেতে পারলাম না শুধু এই দুঃখটুকুই চিরন্তন হয়ে থাকলো। আয়— আয় খোকা, এখনও আয়, দেখে যা তোর জন্যে তোর বুড়ো বাপ কি করে ফাঁসির দড়ি গলায় নিল। খোকা খোকা, বিদায় পুত্র আমার, আয় আজ দেখে যা কার মুখের আগুন কে দেয়। ধর্ম্মাবতার, আর দেরী করবেন না আমার খোকা আসবে না, আর আসবে না। (উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতেছিল)।

জজ। Learned prosecutor may now proceed.

পাঃ প্রঃ। My Lord and the gentlemen of the juries, আসামীর মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন উপসর্গই নেই। ইতিপূর্ব্বে সিভিলসাজ্জেনের রিপোর্ট পাঠ করেছেন। সাক্ষীদের মুখ থেকে আপনারা যা শুনেছেন কিছু মিথ্যা বা কল্পিত নেই। আসামী যে অর্থের লোভে একটা নিরপরাধ মানুষের প্রাণ নাশ করেছে, সেটা কত বড় হীন, নীচ এবং পাশবিকতার দৃষ্টান্ত তা বলা বাহুল্য। ধার্ম্মিকতার ভান করে, ইতিপূর্ব্বে এ যে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর করেনি, এ কথা বলা যায় না। শয়তানদের একটা দল আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদেরকে ধরা এখনও সম্ভব হয় নি। আসামীর তিনটী অভিযোগই

সহজভাবে প্রমাণ হয়েছে এবং আসামীও তার বিরুদ্ধে কিছু ব'লতে চায় না। তার বিরুদ্ধে তিনটী অভিযোগ, প্রথমতঃ হত্যা, দ্বিতীয়তঃ ডাকাতি, তৃতীয়তঃ বিনা অনুমতিতে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা। কোন অপরাধই সামান্য নয়।

এই সব আসামী ক্ষমা বা দয়ার সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত। একটা মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করেছে। ঝলকে ঝলকে তার উষ্ণ রক্ত ধরণীর বুক ভাসিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায়, আর্ত্তনাদে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। ঘরে তার স্ত্রীপুত্র শোকে মুহ্যমান। তারা পথের কাঙাল হয়ে গেছে। সেই লোকটীই ছিল সব ভরষার স্থল।

My Lord and the gentlemen of the juries, আপনারা এর চোখের জলে একটুও বিচলিত হবেন না। এর চোখের জলে একটুও দরদ আসা উচিত নয়। মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের নিরপত্তার জন্য, একে চরম শাস্তি দিতে কোনরূপ বিচলিত হবেন না। সর্ব্বাগ্রে আইনের ম র্য্যাদা। আইনের মর্য্যাদার কাছে দয়ার স্থান নেই। এইটাই হবে তার চরম শাস্তি, এর উপযুক্ত শাস্তিই হ'ল মৃত্যুদণ্ড।.

মুরলী। হা হা হা... ঠিক ঠিক, আমার উপযুক্ত শাস্তিই মৃত্যুদণ্ড। ভগবান এ তোমারই বিচার। এতদিন পর দয়া হ'ল প্রভু? এতদিন পর তুমি আমাকে মুক্তির আলো দেখালে?

জজ। I can give you another chance to defend yourself.

পেস্কার। আত্মরক্ষার জন্য এখনও তুমি কিছু বলতে পার।

মুরলী। আত্মরক্ষা করতে চাই না। কোন দয়ার পাত্র আমি নই ধর্ম্মাবতার। কোন দয়া আমাকে আপনারা দেখাবেন না। শাস্তি বলে যেটা আপনারা আমাকে দেবেন, সেটা হবে আমার ভগবানের আশীর্ব্বাদ (ভীষণ উত্তেজিত ভাবে) ফাঁসী চাই হুজুর, আমি ফাঁসী চাই, ফাঁসী—

[নেপথ্যে মানব ডাকিল বাবা বাবা]

খোকা খোকা ? হুজুর আমার খোকা এসেছে !

নেপথ্যে মানব। বাবা বাবা—

মুরলী। খোকা খোকা খোকা—

নেপথ্যে মানব। বাবা এরা আমায় যেতে দিচ্ছে না। বাবা যেতে দিচ্ছে না, ছেড়েদাও··· ছেড়েদাও···

মুরলী। জোরক'রে চলে আয় বাবা, জোরক'রে চলে আয়,

[মানবের প্রবেশ]

মানব। বাবা বাবা (কাঠগরার নিকট গিয়া বাবাকে জড়াইয়া ধরিল)

মুরলী। খোকা খোকা বিদায়··· বিদায়··· (মানবের ঘাড়ে মূর্চ্ছা)

মানব। বাবা বাবা ! আমার বাবা খুনী নয় স্যার, আমার বাবা খুন করতে পারে না। এই তিলক চন্দনের অবমাননা জীবনে কখন করেনি। চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে যাওয়া সম্ভব হলেও, আমার বাবা খুনী অসম্ভব কথা ! এর জন্য দায়ী আমি, আমাকে ফাঁসী দিন ধর্ম্মাবতার, আমাকে ফাঁসী দিন স্যার।

[এমন সময় ক্লোরার প্রবেশ]

ফ্লোরা। আপনারা কাকে ফাঁসী দিচ্ছেন ? আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। যারা খুনী তারা ঐ আসছে।

রস। ফ্লোরা ? ফ্লোরা ? my daughter My Lord. (ফ্লোরাকে ধরিল)।

ফ্লোরা। বাবা বাবা, মা মা (মানুকে জড়াইয়া ধরিল)

মানু। পাগলী মেয়ে কোথায় ছিলি ?

[সার্জ্জেণ্ট পুলিশ দারোগা হাতে হ্যাণ্ডক্যাপ লাগাইয়া দিলীপ, বৈদ্যনাথ, চুণীকে লইয়া প্রবেশ]

দারোগা। আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, এরাই খুনী। বল্ আসামী নির্দ্দোষী কিনা ?

দিলীপ। হ্যাঁ নির্দ্দোষী।

জজ। Gentle men of the juries ?

জুরীগণ। নির্দ্দোষী।

জজ। The accused acquitted, keep them into your custody

[জজ জুরীগণ সহ প্রস্থান, দারোগা, পুলিশ ও সার্জ্জেণ্টের তিনজন আসামী সহ প্রস্থান। পেস্কার, পাবলিক প্রসিকিউটারের প্রস্থান]

রস। খুলেদাও খুলেদাও !

মুরলী। খোকা, খোকা !

মানব। ভয় নেই বাবা তুমি বেঁচে গেছ।

মুরলী। তুই কোথায় বাবা ?

মানব। এই যে বাবা আমি তোমাকে ধ'রে আছি।

মুরলা। বুড়োর গলায় এমনি করেই ফাঁসীর দড়ি দিয়ে পালাতে হয় ?

মানব। বাবা ক্ষমা কর। (পা ধরিল, উঠাইয়া)

ফ্লোরা। বাবা তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

রস। দূর পাগলী আমি অনেক আগেই তোকে ক্ষমা ক'রেছি এমনি করে লুকিয়ে থাকতে হয় ?

রতন। শুধু স্যার আপনার মেয়েকে ক্ষমা করলে হবে না। জামাই বাবুকেও ক্ষমা ক'রতে হবে।

রস। নিশ্চয়ই, এখনও তুমি উল্টো করে জামা পরে আছ ? আমাকেও যে ক্ষমা করতে হবে বেয়াই মশাই।

মুরলী। ছিঃ ছিঃ কি বলেন বেয়াই মশাই, সবই ভগবানের খেলা।

পদ্ম। বৌদি ওমা মা এত ব্যাপার ? আমি কি স্বপ্ন দেখছি ?

[উন্মত্ত ভাবে লীনার প্রবেশ, আলু থালু চুল]

লীনা। হা হা হা পেলি ? পেলি ? তোরা সব পেলি ?

মুরলী। এ যে আমার মা ! মা এ দশা তোর কে করেছে ?

ফ্লোরা। বাবা, লীনা। এ তোমারই একটা মেয়ে ! আজ এরই জন্যে ডাকাতরা ধরা পড়েছে। ওরাই একে পাগল করেছে।

লীনা। বাবা তুই তোর ছেলে পেলি ? তুই তোর মেয়েকে পেলি ? তুই তোর স্বামী পেলি ? (মুরলী, রসরাজ ও মানবকে লক্ষ্য করিয়া) আর আমি··· হা হা হা··· বিষের জ্বালা··· হা হা হা··· বিষের জ্বালা। (কাঁদিল)

মান্নু। না না তুই আজ মা পেলি পাগলী মেয়ে। (লীনাকে ধরিল)

রস। হা হা হা··· আমার দুটো মেয়েই পাগল, মান্নু আর দেরী না। এই নাও তোমার জামাই এও পাগল, এই নাও তোমার পাগল মেয়ে (ফ্লোরাকে ও মানবকে দিল) আসুন বেয়াই মশাই কোলাকুলিটা এই খানেই করে নি। আমাদেরকেও পাগল করেছিল হা হা হা। (কোলাকুলি) ওহে রতন আজ কি আনন্দ! কি আনন্দ! রতন··· বিয়েতে গোরার বাজনা বাজাতে হবে··· গোরার বাজনা··· রতন Military band··· গোরার বাজনা··· হা হা হা।

(লীনা খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল রসরাজ ও মুরলীর মুখে অফুরন্ত হাসি তাঁদের কোলাকুলির মধ্যে শেষ যবনিকা পড়িল।)

যবনিকা।

গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী নাটক

১। স্রোতের মুখে।

২। ডান পিটে।